শ্রীশ্রী[illegible] ।

[illegible] ।

গোলেবকাঅলি ।

অর্থাৎ ।

পারস্য বকাঅলি গ্রন্থ হইতে

বঙ্গভাষায় পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র ও

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র

দ্বারা অনুবাদিত ।

কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

শকাব্দাঃ ১৭৮০

চিৎপুররোড নম্বর ২৬৫ ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায়নমঃ

গোলেবকাঅলি।

অথ গ্রন্থ সুচনা।

ভারত বর্ষের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ নগর। শর্কস্তান নাম তার ব্যাপ্ত চরাচর॥ তাহে নরপতি অতি সুমতি প্রধান। [illegible] মলুক [illegible] বিখ্যাত আখ্যান॥ অতুল ঐশ্বর্য্য যুত সৈন্য সংখ্যান্বিত। অন্যান্য নৃপগণে সদা সশঙ্কিত॥ সুবিচারে প্রজাবর্গ সর্ব্বদা হর্ষিত; চোর দস্যু ঠক আদি রাজ্যেতে বর্জ্জিত॥ দরিদ্র দুঃখিত জন করিতে পালন। স্থানেং দানাবত আগারে স্থাপন॥ প্রজার পীড়ার শান্তি হেতু কত শত। চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত বৈদ্য নানামত॥ ইদানী হকিম আর ইংরেজ ডাক্তর। নিদানে পণ্ডিত বঙ্ক ভেষজ [illegible] বালক বালিকাদির বিদ্যার আগার। নানা শাস্ত্রাধ্যয়নালয় কত [illegible] সংস্কৃত পারসী আর ফরাসি ইংরাজী। আরবি [illegible] [illegible] ওলোন্দাজি॥ এই মত স্থানেং ছাত্রগণ সত। নানা বিদ্যাভ্যাস করে স্বং ইচ্ছামত॥ প্রজাবর্গ উপার্জন [illegible] রাখিয়া। বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করে ধনার্থীহইয়া॥ নগরে [illegible]

প্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বদা কর্দ্দম ধূলি তাহাতে রহিত।। যামিনী যোগেতে জ্বলে আলো নানা স্থানে। প্রহরেং বাজে শঙ্খ বিধানে।। নৃপতির প্রিয়তমা ভার্য্যা দুইজনা। সুরূপা সুভবা শুক্লা স্মর-বিমোহনা।। জ্যেষ্ঠা পক্ষে পুত্র চতুষ্টয় গুণাকর। ভূপতির প্রিয় সবে সুঠাম সুন্দর।। কনিষ্ঠা গর্ব্ভিণী হৈল কিয়ৎ কালান্তরে। শুনি নরবর অতি হরিষ অন্তরে।। সভায় আসিয়া ভূপ গণকে ডাকিয়া। কহে কি সন্তান হইবে গণিয়া।। কিবা গুণ কিবা রূপ হইবে তাহার। কোন গ্রহ কোন স্থানে করহ বিচার।। কেবা [illegible] কার দৃষ্টি কি রাশি হইবে। গণনা করিয়া কল্য নিশ্চিত কহিবে।। নৃপাজ্ঞায় বুধগণ হইয়া বিদায়। পঞ্জিকাদি লয়ে সবে বৈসে গণনায়।। গ্রহগণ ভাবাভাব ভাবি নিরন্তর। জন্ম পত্রিকা লিপি করিল তৎপর।। পরদিন প্রভাতেতে যত বুধগণ। ভূপতির নিকটেতে করিয়া গমন।। কহে নিবেদন করি শুন মহাশয়। কনিষ্ঠা রাণীর এক হইবে তনয়।। অপূর্ব্ব হইবে রূপ অতি মনোহর। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর হবে নৃপবর। সুজন সরল সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লইবে পরের রাজ্য না হবে খণ্ডিত।। কোন গ্রহ রুষ্ট নহে সন্তুষ্ট নির্ব্বাস। তাহার প্রমাণ জন্ম পত্রিকা প্রকাশ।। কিন্তু এক অমঙ্গল আছয়ে লিখন। আপনি হবেন অন্ধ হেরিলে নন্দন।। শুনিয়া ভূপতি হেন ভাবিয়ে বিষাদ। পুত্র হয়ে একি দৈব হইবে প্রমাদ।। পরে পাত্রমিত্র ডাকি কহেন নরেশ। কি করি উপায় তবে বলহ বিশেষ।। সে পাত্র সুপাত্র কহে এই [illegible] বিধান। স্বতন্ত্রা পুরী এক করাও নির্ম্মাণ।। রাণী রাজদূত তাহে করিবেন বাস। মহারাজ না হেরেন এই অভিলাষ।। মন্ত্রণায় মহীপতি সম্মতি হইল। রাজধানী ব্যবধানে পুরী নির্ম্মাইল।। দশমাস অন্তে রাণী নির্দ্ধারিত কালে। প্রসবিল সুকুমার রাজদণ্ড ভালে।। কিবা অপরূপ রূপ ভুবনমোহন। কিমা-

শর্য্যা একাননে ফিরে জানন।। অঙ্গ বর্ণ বর্ণিবারে নাহি পাই বর্ণ। যে বর্ণে মিলন হয় সুবর্ণে সুবর্ণ।। খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জন। সরোজাক্ষিন গর্ব্ব ভুরুতে ভঞ্জন।। তরুণ অরুণ জিনি পদতল। কোমল কমল দল জিনিয়া কোমল।। কুমারের রূপ হেরি সবে চমৎকার। মিত্র কহে ভূপতিরে দেহ সমাচার।।

পুত্রদর্শনে ভূপতির অন্ধ হওয়া।

পয়ার। সুপুত্র জন্মিল শুনি সানন্দিত মন। ভূপতি ভাণ্ডার ভাঙ্গি বিলায় রতন।। বিশিষ্ট পণ্ডিত আদি সব দিলে দিয়া ব্যক্তি বুঝে বিতরণ স্বরাজ্য ব্যাপিয়া।। পুত্রের শুনিয়া রূপ অতি অপরূপ। তাজল মলুক নাম রাখিলেন ভূপ।। শিশু শশী দ্বিতীয়ার চন্দ্রের সমান। নৃপতিনন্দন নিত্য নিত্য বৃদ্ধমান।। পাঁচ বর্ষ পরিমিত হইলে বয়েস। বিদ্যা শিক্ষা দিতে চেষ্টা হইল বিশেষ।। পারসী মুনশি বঙ্গ পণ্ডিত অনেক। ইংরাজ টীচর আদি শিক্ষক অনেক।। গায়ক বাদক চিত্র কর কত জন। রাজপুত্রে শিক্ষা দিতে হৈল নিয়োজন।। নৃপসুত সুবুদ্ধ শ্রুতিধর অতি। বিদ্যা উপার্জ্জনে সদা আনন্দিত মতি।। যাহা শুনে তাহা শিক্ষে বুদ্ধে বিচক্ষণ। শিক্ষকে সন্তুষ্ট হয়ে করায় অধ্যয়ন।। এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষেতে কুমার সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল প্রচার।। বন্ধুবর্গ সহ সদা হাস্য পরিহাসে। গান বাদ্য ক্রীড়া করে মন অভিলাষে।। কখন বেড়ায় অশ্ব আরোহণ করি। নদীতে বেড়ায় কভু ভাসাইয়া তরী।। বিশেষতঃ শিকারেতে সাহস বিস্তর। সসজ্জা হইয়া ফিরে কানন ভিতর।। দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন। এক দিন অকস্মাৎ হইল ঘটন।। মৃগয়া করিতে রাজা বাঞ্ছা

করি মনে। পাত্র মিত্র আদি লয়ে চলিল কাননে ॥ হয় গজ পদাতিক অসংখ্য সঙ্গেতে। অশ্বারূঢ় সেনা সব চলিল রঙ্গেতে ॥ রাজধানী ছাড়াইয়া যায় কত দূর। নানা স্থানে নানা শোভা হেরিল প্রচুর ॥ দৈবাৎ দেখিল রাজা বিদ্যুতের প্রায়। অশ্বারোহী নব্য ভব্য কয় জন যায় ॥ পুনরপি চতুর্দ্দিগ করে নিরীক্ষণ। অন্ধকার ভিন্ন অন্য না হয় দর্শন ॥ সে ভাবে চিন্তিত চিত্ত হয়ে মহীপাল। পাত্রে জিজ্ঞাসিল কিবা ঘটিল জঞ্জাল ॥ শরীরের সার বস্তু নয়ন রতন। সে ধন বিহীন হৈল কিসের কারণ ॥ যোড় করে কহে মন্ত্রী ত্যজি দীর্ঘশ্বাস স্বীয় সুতে হেরি চক্ষু হয়েছে বিনাশ ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইতে সাধ্য কার। পূর্ব্ব সাবধনে নাহি হৈল উপকার ॥ শুনিয়া ক্রোধিত রাজা হইয়া অস্থির। কহিল কুমারে কর নগর বাহির ॥ নিকেতনে আসি পরে ভাবিত অন্তর। কি যোগে এমন রোগে করিবে অন্তর ॥ বৈদ্য সবে ডাকি তবে কহেন বিশেষ। কি ঔষধি দ্বারা অক্ষি হইবে বিশেষ ॥ হকিম ডাক্তর আদি হয়ে একত্তর। নানা গ্রন্থ মতে তর্ক করিয়া বিস্তর ॥ শেষে উক্তি মতে যুক্তি করিলেক সার। বকাওলী পুষ্পেতে হইবে প্রতিকার ॥ স্থানে স্থানে পুষ্প অন্বেষণে লোক যায়। নানা গ্রামে ভ্রমি শ্রমে সন্ধান না পায় ॥ নরপতি রাত্রদিন পুষ্পের কারণ। রাজ্য কার্য্য অবধার্য্যে নাহি দেয় মন ॥ দিবা নিশি ভাবে বসি হইয়া উদাস। কবে পুষ্প পাব বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ প্রথমা প্রেয়সী পক্ষে পুত্র চতুষ্টয়। রাজার ঔদাস্যে হয়ে দুঃখিত হৃদয় ॥ সভান্তরে নিবেদিল নৃপতি চরণে। আমরা সকলে যাব পুষ্প অন্বেষণে প্রতিজ্ঞা করিল তবে করিয়া মন্ত্রণা। আরোগ্য করিয়া ভূপে ঘুচাব যন্ত্রণা ॥ যেই দেশে পাব সেই পুষ্পের সন্ধান। উমার চরণ চিন্তি করিল পয়ান ॥

অথ রাজপুত্রগণের বকাওলি পুষ্পান্বেষণার্থে গমন।

দীর্ঘত্রিপদী। ভূপতির অনুমতি, লয়ে আনন্দিত মতি, পুত্রগণ আসিয়া সভায়। ডাকিয়ে নন্দু জনে, আর সেনাধ্যক্ষ গণে, সবিশেষ সবারে জানায়॥ যাব পুষ্প অন্বেষণ, কর তার আয়োজন, বিলম্বে নাহিক আর ফল। যে আজ্ঞা বলিয়া সায়, দিয়া সেনাপতি ধায়, আহরণ করিতে সকল॥ আনিল জাহাজ চারি, আর তার সহচারী, পিনাশ বজরা শত শত। বোট পান্সি অগণন, নানা রঙ্গে সুশোভন, শুলুপ ভাউলে কত মত॥ হয়ে অতি তৎপর, আনিলেক তার পর, বেগে গতি পবন দোসর। মাস্তুর উপরে তার, শ্বেত পীত নীল আর, রক্ত বর্ণ পতাকা সুন্দর॥ নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য, লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য, করিলেক পূর্ণ কত তরী। দাঁড়ি মাঝি করি নাদ, দাঁড়েতে বান্ধিল বাজ, পতাকা তুলিল শোভা করি॥ কেহবা সারিন্দা লয়ে, গান করে মত্ত হয়ে, কেহবা বাজায় বসে বাঁশি। কেহ করে আল্লা আল্লা, তোবা তোবা তাল্লা তাল্লা, কেহ ভুর্ষ্ট ভাল দিয়া কাঁশি॥ কেহবা নমাজ পড়ে, পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে, কেহ ডাকে নেয়ামত ভাই। কি কাম করিছ বয়্যা, হানন মামুরে লয়্যা, আহো মোরা বেড়াবার যাই॥ এই রূপে দাঁড়ি মাঝি, কেহ তার মধ্যে কাজি, পরস্পর করে গণ্ডগোল। দামামা নগড়া ঢাক, বাজিতেছে মহাজাঁক, সৈন্য সবে সদা করে রোল॥ উষ্ট্র আদি গজ বাজী, টাঙ্গন তুরকী তাজি, মণিপুরে টাটু বহুতর। নানা বর্ণে সুশোভন, শিবিকাদি গাড়িগণ, তুলি লয় জাহাজ ভিতর॥ শুভক্ষণে চারি জন, করি তরী আরোহণ, ছাড়াইয়া চলে স্বীয় দেশ। মিত্র কহে তোমাদের, অদৃষ্টের বক্র ফের, সব দৈব পাইবা হে শেষ॥

তাজলমলুকের ভ্রাতৃগণ [illegible] হারে গমন এবং ফেরদৌস নগরে [illegible] ভ্রাতৃগণের [illegible] সহিত সাক্ষাৎ [illegible]

রাগিণী ইমন্। তাল জিওট।

কেন চিন্তা কর মা অকারণ। পাঠাবে তাহারে
যথা করিবে গমন॥ যা পাইয়া তার তত্ত্ব,
নিছে ভাব হয়ে মত্ত, সে যে ছাড়া স্বর্গ মর্ত্ত্য,
নহে কদাচন। যেখানে সেখানে যাবে, তার
সঙ্গে সঙ্গি পাবে, কেন সংসারে ভাবে, হয়েছ
মগন। অতএব বলি সার, ত্যজি সংসারের
সার, সেই সর্ব্ব সারাৎসার, কর রে স্মরণ॥

পয়ার। তাজলমলুক পরে নৃপ আজ্ঞা মানি। নগর
বাহির হৈল মনে ধিক মানি॥ অভিমানে অশ্রুধারা বহে
অনুক্ষণ। কাননে কাননে সদা করয়ে ভ্রমণ॥ শিরে করে
করাঘাত অধীর শরীর। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে করিলেক
স্থির॥ মিছা চিন্তা চিন্তে চিন্তে চিৎ হারাইব। অপমানে
বনে বনে কেমনে ভ্রমিব॥ পুষ্প অন্বেষণে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে
যাই। যদ্যপি মনসি [illegible] হইবেক তাই॥ ত্বরান্বিত হয়ে
তবে কত দূরে গিয়া। দেখে ভ্রাতৃগণ আছে তরী সাজা-
ইয়া॥ সৈয়দ নামেতে এক মাঝির নিকটে। [illegible]
কহে রক্ষা করহ সঙ্কটে॥ নিজ বিপরীত বুদ্ধি ব্যক্তি [illegible]
ক্রমে। দেশে দেশে ত্যজি দেশে দেশে [illegible]
করি লহ যদি হই চরিতার্থ। তুমি [illegible]
হে যথার্থ॥ রাজপুত্রে হেরে মাঝি হইয়া মোহিত। [illegible]

...অতি মনোহর। বেলোয়ারি ঝাড় কত জ্বলিছে ...।। ডবল ব্রাকেট ওয়ালশেজ জ্বলে কত। বৈঠকিরি ঝাড় ...র আর্শি শত শত ।। স্থানে স্থানে আছে ক্লাক চলে নিশি ...। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহা বাজয়ে আ[illegible] ।। চতুরা আয়ারা ...বে রাখিবা সম্মান। আসুন আসুন বলি করিল আহ্বান ।। বসাইল যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে। পরিচয় জানি ধনী আ-হ্লাদিত মনে ।। পরে খাদ্য দ্রব্য আনি বিবিধ প্রকার। রাজপুত্রগণে সুখে করায় আহার ।। পরে সখীগণে সব যন্ত্র মিলাইল। নানা রাগ তালে গান বাদ্য আরম্ভিল ।। কেহ সুমধুর স্বরে মারিতেছে তান। হা হা হা করিয়া কেহ তাহে দেয় সাম ।। বেহালা শারঙ্গ বাজে সুরব তবল। মৃদ-ঙ্গের চাটি তাহে বড়ই প্রবল ।। এই সুখে গত দুই প্রহর যামিনী। রাজপুত্রগণে পরে কহিছে কামিনী ।। ছক পাশা আনি যদি অনুমতি হয়। ক্রীড়াচ্ছলে হয় তবে জয় পরা-জয় ।। বাজি প্রতি লক্ষ মুদ্রা স্থির করি পণ। খেলিতে বসিল ক্রমে রাজপুত্রগণ ।। মিত্র কহে ত্যজ ক্রীড়া নৈলে হবে সারা। ফন্দি করি বন্দি করে রাখিবে আয়ারা ।।

অথ রাজপুত্রগণ খেলায় হারিয়া আয়ারার কারারুদ্ধ হওয়া।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

মিছা খেলা ফাঁদেতে মন করো না পদ অর্পণ।
সুখ আশে খেলি শেষে হারাবে সঞ্চিত ধন ।।
তবে আসি স্বীয় কার্য্য, বল কি করিলে ধার্য্য,
বড় দেখ ধনরাজ্য, মন অকারণ ।।

মনুষ্য নহে বুঝিল নিশ্চিত ।। সম্ভাষণ পুরঃসর বিনয়ে কয়। আমার সঙ্গেতে তবে চল মহাশয় ।। দেহ মধ্যে যাবৎ থাকিবে জীবন। প্রাণপণে যোগাইব যাহা লয় মন ।। এই রূপে ছদ্মবেশে হইয়া গোপন। ভ্রাতৃগণ সঙ্গে চলে ভূপতিনন্দন ।। কত দেশ ছাড়াইয়া কিছু দিন পরে। উত্তরিল সবে আসি ফেরদৌস নগরে ।। দিবা অবসানে চারি নৃপতি তনয়। বেশ করি অশ্বোপরি আরোহণ হয় ।। শহরের স্থানে স্থানে ফিরিয়া বেড়ায়। সুনির্ম্মিত বাড়ী এক দেখিবারে পায় ।। মনে ভাবে হবে বুঝি রাজার ভবন। ইতিমধ্যে হেরিল পথিক এক জন ।। জিজ্ঞাসিল এ ভবন সুশোভনকার। কি জাতি বলহ শুনি কি নাম তাহার ।। পথিক কহিছে শুন নিবেদন করি। আয়ারা নামেতে কন্যা পরম সুন্দরী ।। অকলঙ্ক আস্য জিনি শরদের শশী। বিস্মিত তাহার রূপে মেনকা উর্ব্বশী ।। ধরাতলে নাহি হেরি তাহার সমান। স্থির সৌদামিনী প্রায় হয় অনুমান ।। পাশা খেলা করিয়াছে বিবাহের পণ। যে জন জিনিবে তারে করিবে বরণ ।। এই পুরীমধ্যে থাকি সময় সত্বরে। ঘণ্টা এক রাখিয়াছে দ্বারের উপরে ।। বাজাইবে খেলা আশে আসিবে যে জন। বাজি প্রতি লক্ষ মুদ্রা পণ নিরূপণ ।। রাজপুত্রগণ শুনি এ সব বৃত্তান্ত। আয়ারার প্রেমে আশ হইল একান্ত ।। শীঘ্র চারি ভাই উপনীত হয়ে দ্বারে। ঘন ঘন ঘণ্টারব করে বারে বারে ।। গৃহ হতে ঘণ্টারব যুবতী শুনিয়া। বলে যোগাইল বিধি সিকার আনিয়া ।। দাসীগণে হাসি হাসি কহে রসবতী। কে আইল আন তারে করিয়া সংহতি। খাদ্য দ্রব্য নানা জাতি কর আয়োজন। গোলাব আতর আদি কর আহরণ ।। সখী সব সজ্জা করি সহাস্য বয়ানে। উপনীত রাজপুত্রগণ সন্নিধানে ।। সমাদরে করে ধরে হয়ে অগ্রসর। অন্তঃপুরে লয়ে গেল আনন্দ অন্তর ।। কি কব ...

দীর্ঘ-ত্রিপদী। ধন মদে হয়ে মত্ত, না জানিয়া সার তত্ত্ব, জ্ঞান বুদ্ধি হইয়া বিহীন। ক্রমে সহোদর চারি, অর্দ্ধ-কোটি মুদ্রা হারি, ক্রীড়া সাঙ্গ করিল সে দিন॥ বিদায় হইয়া তবে, বাসায় আসিয়া সবে, নিদ্রা যায় হয়ে অচে-তন। মধ্যাহ্ন কালেতে উঠি, সকলে একত্রে জুটি, নানা রসে করিল ভোজন॥ ঘড়ি প্রতি ঘন ঘন, করে সবে নিরী-ক্ষণ, দিবা শেষ হইবে কখন। ধৈর্য্য নাহি মানে মনে, হেরিতে সে চন্দ্রাননে, নিরন্তর মন উচাটন॥ পলকে প্রহর জ্ঞানে, দণ্ডে বর্ষ অনুমানে, কোন ক্রমে দিবা অব-সান। তদন্তর হর্ষান্বিত, হয়ে সবে সুসজ্জিত, অশ্বারোহে করিল পয়ান॥ পুলকে হইয়া পূর্ণ, উত্তরিল গিয়া তূর্ণ, মনোহরা আয়ারার ঘরে। দেখি ধনী সম্ভাষিয়া, কর যোড়ে দাণ্ডাইয়া, বসাইল অতি সমাদরে॥ অশনীয় দ্রব্য যত, আনাইয়া পূর্ব্ব মত, একত্রেতে করিল ভোজন। সখীগণ গান করে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত চারি জন॥ যে ধন সঙ্গেতে ছিল, ক্রমে জলাঞ্জলি দিল, হয় গজ তরণী প্রভৃতি। অন্য কিছু নাহি আর, শরীর [illegible] সার, নাহি গেল খেলার কুরীতি॥ রসবতী রাখি [illegible], কহিতেছে ত্যজি ব্রীড়া, মৃদু মৃদু হাস্য আস্য হয়ে। পণ বিনা খেলা নয়, এখন কর্ত্তব্য হয়, দেশে যাও নাসা কর্ণ লয়ে॥ তবে রাজপুত্রগণে, চিন্তা করি মনে মনে, অধোমুখে কহে ধীরে ধীরে। করিতেছি অঙ্গীকার, যদি জিনি এইবার, তবে সব ধন লব ফিরে॥ নচেৎ এই নির্য্যাস, হয়ে রব তব দাস, যদবধি থাকিবে জীবন। এই পণ সারোদ্ধার, খেলিবে পুনর্ব্বার, দেখি কিবা অদৃষ্টে লিখন। যুবতী হইয়া রাজি, হারাইয়া সেই বাজি, ধন সব আনিল ভাণ্ডারে। নৃপতির পুত্রগণে, অন্য অন্য বন্দি সনে, আজ্ঞা দিয়া রাখে কারাগারে॥ হারাইয়া এই রূপে, আর কত শত ভূপে,

রাখিয়াছে কারারুদ্ধ করি। মিত্র কন্যে রূপবতী, দেখ কিবা হয় গতি, কিছু দিন থাকহ সুন্দরী॥

অথ তাজলমলুককর্ত্তৃক পায়ারার সহিত পাশা খেলায় পরাজয় হওয়া।

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া ঠেকা।

জান যাবে যত যুক্তি যুবতী তোমার। যুবরাজ কর জয় কেমনে এবার॥ জান না সে গুণমণি, চতুরের চূড়ামণি, তোমার চাতুরী ধনী, না রহিবে আর॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। রাজপুত্রগণ সঙ্গে, যত লোক ছিল রঙ্গে, স্থানে স্থানে করিল গমন। তাজলমলুক পরে, চিন্তিত হয়ে অন্তরে, নগরেতে করয়ে ভ্রমণ॥ গিয়া কোন নিকেতন, হেরি এক মহাজন, সকাতরে কহিছে তাহারে। পূর্ব্ব দেশে মম বাস, মনে এই অভিলাষ, দাস হয়ে রব তব দ্বারে॥ রাজপুত্রে নিরীক্ষণ, করি সেই ধনীজন, সমাদরে নিকটে বসায়। রূপ হেরে হয়ে বাধ্য, বলে আছে কিবা সাধ্য, দাস করি রাখিব তোমায়॥ তবে যদি আপনার, গুণেতে করি স্বীকার, স্থিতি কর সদনে আমার। যাহা ইচ্ছা হবে মনে, যোগাইব সযতনে, অন্যথা নাহিক তাহে আর॥ কথা শুনি নৃপসুত, মনে হয়ে হর্ষযুত, সেই স্থানে করিল বসতি। নগরীয় লোক সঙ্গে, নিত্য পাশা খেলি রঙ্গে, তাহে হৈল পরিপক্ক অতি॥ কেহ নাহি পারে তার, খেলি সকলে হারায়, মনে মনে ভাবয়ে তখন। কিবা করিব উপায়, কি

প্রকারে আয়ারায়, পরাজয় করিব এখন॥ সেই তথ্য জানি-বারে, সদা ফিরে তার দ্বারে, প্রবেশিতে সভয় অন্তরে॥ নিত্য করে দরশন, বৃদ্ধা নারী এক জন, পুরী মধ্যে গতা-য়াত করে॥ এক দিন অকস্মাৎ, করি তাহে প্রণিপাত, পিসী পিসী কহিল আদরে। মায়াপূর্ণ নারী দেহ, রাজপুত্রে করি স্নেহ, ভাইপো বলে লয়ে গেল ঘরে॥ বলে সুপ্রসন্ন বিধি, আনি মিলাইল নিধি, থাক বাপু আমার ভবনে। পরে যত অর্থ ছিল, ভ্রাতৃষ্পুত্রে সমর্পিল, বলে কর যাহা লয় মনে॥ এক দিন কাছে আসি, রাজপুত্র কহে হাসি, শুনি পিসী একি সমাচার। তুমি বিনা সার তথ্য, কেহ নাহি জানে সত্য, অতএব কহ সারাৎসার॥ আয়ারা নামেতে কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা, কিবা গুণ জানে সে রমণী। খেলিবারে যত জন, যায় তার নিকেতন, সকলে সে হারায় অমনি॥ শুনি সেই পিসী কয়, এ কথা প্রকাশ্য নয়, তবে কহি শুন বিবরণ। পালিত মূষিক আছে, রাখয়ে আপন কাছে, অন্য সবে করিয়া গোপন॥ মনোমত যেই বার, পাষ্টি নাহি পড়ে তার, অমনি ছাড়িয়া দেয় তায়। তবে সে ইন্দুরবর, যাইয়া অতি সত্বর, পাষ্টি সব উলটি ফেলায়॥ এই মত ব্যবহার, করে ধনী বার বার, বিশেষতঃ খেলয়ে যে জন। হেরে সে বিধুবদনে, অনঙ্গ উথলি মনে, হয় চিত্র পুত্তলি যেমন॥ রাজপুত্র শুনি সব, মনে করি অনুভব, আনি এক বিড়াল পুষিল। দিন স্থির করি শেষ, সাজি মনোহর বেশ, আয়ারার ভবনে চলিল॥ দ্বারে হয়ে উপ-নীত, জানিয়া তাহার নীত, ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাইল। শুনিয়া ঘণ্টার ধ্বনি, সখীগণে কহে ধনী, শীঘ্র গিয়া আন কে আইল॥ সখীগণ ত্বরা করি, নানা আভরণ পরি, সজ্জা করি দ্বারে উপনীত। রাজপুত্রে নিরীক্ষিয়া, অনঙ্গেতে শিহ-রিয়া, সকলেতে হৈল চমকিত॥ পরে যত সহচরী, অতুর

সুন্দরি পুরি, নৃপসুতে তুমি মিষ্ট ভাষে। হয়ে সবে অগ্রসর, করি মহা সমাদর, লয়ে গেল আয়ারার বাসে॥ আয়ারা হেরিয়া রূপ, মনে হইল বিরূপ, ভাবে আজি ঘটিবে জঞ্জাল। সম্ভাষণ পুরঃসরে, দাঁড়াইল যোড় করে, শিহরিল হোরিয়া বিড়াল॥ মৃদুস্বর চন্দ্রাননে, কহে বৈস সিংহাসনে, পরে করে খাদ্য আহরণ। নানা জাতি ফল মূল, মিষ্টান্নের নাহি তুল, বিশেষিয়া না হয় বর্ণন॥ ভোজনান্তে পরস্পর, হাস্য পরিহাস্যান্তর, পাশা লয়ে খেলায় বসিল। বাজি প্রতি লক্ষ তঙ্কা, পণ রাখি ত্যজি শঙ্কা, রাজপুত্র প্রথমে হারিল॥ তদন্তরে আয়ারায়, প্রতি বাজিতে হারায়, মূষিক করিল পলায়ন। যুবতীর জারি জুরি, যতেক ছিল চাতুরী, কিছু নাহি খাটিল তখন॥ এই রূপে অল্প ক্ষণ, পরেতে বাড়িয়া পণ, সব ধন হারিল সুন্দরী। উদ্যান সহিত বাড়ী, হাতি পাল্কি ঘোড়া গাড়ি, ক্রমে সব হারে সহচরী॥ শেষেতে যৌবন ধন, খেলায় রাখিয়া পণ, কামিনী হইল পরাজয়। দ্বিজ কহে রসবতী, বিধি মিলাইল পতি, লও নৃপসুতের আশ্রয়॥

অথ তাজলমলুকের বকাওলি পুষ্পান্বেষণে গমনোদ্যোগ।

রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল আড়া ঠেকা।

আমার যৌবন রথে তুমি হও রথী প্রাণ। মন অশ্বে প্রেম রজ্জু বান্ধি তাহে দিব টান॥ রথি হীন হেরে স্মর, সদা হানে পঞ্চশর, তুমি তার প্রাণেশ্বর, মার তীক্ষ্ণ বাণ॥ মন অশ্ব হবে,

যুগল করেছে ধর, অনঙ্গ প্রহার সর, পুরিয়া
সন্ধান। মরিছে হে রতিপতি, যত বিরহি
যুবতি, কার মনে তোমা প্রতি, করিবে হে
বয় দান।

পয়ার। খেলায় হারিয়া তবে আমারা যুবতি। রাজ-
পুত্রে পদে নম্রে করিল মিনতি॥ নিজ গলা হতে বাঁধা খুলি
রত্নহার। প্রস্তুতা হইল দিতে গলেতে তাহার॥ করে নিবা-
রিয়া তাকে রাজার নন্দন। কহে ক্ষান্ত হও প্রিয়া শুনহ বচন।
হের আগে আমি যাই ভ্রমিতে বিদেশ। প্রয়োজন আছে
কিছু আমার বিশেষ॥ তবে হাসি শশিমুখী পরিচয় চায়।
কে তুমি কি প্রয়োজন বলহ আমায়॥ নৃপসুত কহে পূ-
[illegible] দেশ। জৈনলমলুক নামে তথায় নরেশ॥ তাজল-
মলুক আমি তনয় তাঁহার। মম অদৃষ্টের কথা কহিতে
বিস্তার॥ এমন অভাগা আমি কহিব কাহায়। পিতা হয়ে-
ছেন অন্ধ হেরিয়া আমায়॥ বিধান দিয়াছে বিচারিয়া
বৈদ্যগণ। বকাঅলি পুষ্পে হবে আরোগ্য নয়ন॥ পুষ্প
অন্বেষণে আমি মম ভ্রাতা চারি। তব কারাগারে রুদ্ধ হই-
য়াছে হারি॥ অতএব সে সবায় করিতে মোচন। জিনেছি
তোমারে বহু করিয়া যতন॥ কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা প্রিয়া করি-
য়াছি মনে। আপনি যাইব সেই পুষ্প অন্বেষণে॥ ইহাতে
যদ্যপি হয় শরীর পতন। তাহে নাহি ক্লেশ তুষ্ট পাইলে
সে ধন॥ মম এই পণ প্রিয়া যদি সিদ্ধ হয়। তোমারে বরিব
বিভা নাহিক সংশয়॥ শুনি শিহরিয়া ধনি কর্ণে দেয় হাত।
একি অসম্ভব কথা কহ প্রাণনাথ॥ বকাঅলি নামে কন্যা
পরীর রাজার। বকাঅলি পুষ্প আছে উদ্যানে তাহার॥
ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করে সে কামিনী। পরমা সুন্দরী ধনি

তিনি [illegible] ॥ অতি [illegible] দৈত্য আটার হাজার । প্রহরী হইয়া আছে উদ্যোন মাঝার ॥ পৃথক্‌ পশ্চাতী পরী আছে অগণ্য । প্রবেশিতে পক্ষীগণে করে নিবারণ ॥ ধরাতল রক্ষা সদা করিতেছে হরি । মুশক তাহার সঙ্গে আছয়ে প্রহরী । দেবের অগম্য সেই মনোরম স্থান । কেমনে যাইবে তথা মনুষ্য পরাণ ॥ বিশেষ দুর্গম পথ বন ভয়ঙ্কর । হিংস্রক জন্তু তাহে আছয়ে বিস্তর ॥ কেন প্রাণ হারাইতে বৃথা তথা যাও । কেমন নিষ্ঠুর মম প্রতি নাহি চাও ॥ শুনি নৃপসুত কয় নহে অন্যথা । ভাগ্যে যাহা আছে তাহা হবে থাকি যথা ॥ তুমি হে অবলা বালা না জান বিষয় । ঈশ্বর আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ॥ তাহার দৃষ্টান্ত বলি কর প্রণিধান । [illegible] তাহার প্রমাণ ॥

এক ব্রাহ্মণ এবং ব্যাঘ্রের ইতিহাস ।

পয়ার । বিস্মৃত হইয়া পথ দ্বিজ এক জন । কাননে কাননে ভ্রমে করিয়ে ভ্রমণ ॥ দৈবাৎ দেখিল এক প্রকাণ্ড শার্দ্দূল । পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ আছয়ে ব্যাকুল ॥ ব্রাহ্মণে হেরিয়া ব্যাঘ্র অতি সকাতরে । অমিয় বচনে তারে ডাকে মৃদুস্বরে ॥ বিনয়েতে বাধ্য দ্বিজ নিকটে আইল । শার্দ্দূল তাহারে তবে কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন দ্বিজবর করি হে মিনতি । কৃপায় করহ নাশ আমার দুর্গতি ॥ ভারতে আসিয়া কর পর উপকার । উপকার বিনা ধর্ম্ম অন্য নাহি আর ॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে দয়াল ব্রাহ্মণ । বদ্ধ ছিল ব্যাঘ্র তাহে করিল মোচন ॥ বন্ধ হতে মুক্ত হয়ে ব্যাঘ্র দুরাচার । উদ্যত হইল দ্বিজে করিতে আহার ॥ ব্রাহ্মণ কহেন আরে কি কর

দুর্ম্মতি। উপকার করি তোর মম এই গতি ॥ কোন অপরাধে দুষ্ট করহ সংহার। উপকার পেয়ে বুঝি দেহ পুরস্কার ॥ ব্যাঘ্র কহে যাও যাও এ নহে কুকর্ম্ম। উপকারে উপকার কালের স্বধর্ম্ম ॥ কালের উচিত যাহা করিব সাধন। ভোজনে ব্যাঘাত কেন করহে ব্রাহ্মণ ॥ এইরূপে দ্বন্দে, দ্বন্দ, করে বহু ক্ষণ। স্থির কহে মধ্যস্থ মানহ তিন জন ॥

লঘু-ত্রিপদী। উভয়ে তখন, করিল গমন, মধ্যস্থের অন্বেষণে। ব্যাঘ্র হৃষ্ট মন, চিন্তিত ব্রাহ্মণ, কি করেন নারায়ণে ॥ বৃক্ষ এক বট, আছিল নিকট, তাহে কহিছে ব্রাহ্মণ। হইয়া স্বপক্ষ, বৃক্ষ রক্ষ রক্ষ, ব্যাঘ্রেতে করে ভক্ষণ। তুমি বিচক্ষণ, শুন বিবরণ, পিঞ্জরে ছিল এ বাঘ। দেখি তথা গিয়া, আনি উদ্ধারিয়া, পিঞ্জর করায়ে ত্যাগ ॥ শোধিতে সে ধার, এই দুরাচার, আহার করিতে চায়। ওরে দুরাশয়, নাহি ধর্ম্ম ভয়, হায় বিধি হায় হায় ॥ বৃক্ষ তবে কয়, শুন মহাশয়, এ কর্ম্ম করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, কহিব বৃত্তান্ত, অপকার উপকারে। তপন কিরণে, তাপি সব জনে ভ্রমণে হইয়া ক্লান্ত। মম তলে আসে, বৈসে অনায়াসে, দূর করে সবে শ্রান্ত ॥ লাভ এই তায়, কহিব কি হায়, তলায় প্রস্রাব করে। কেহ রৌদ্র ভয়ে, ডাল ভাঙ্গি লয়ে, জ্বালাইয়া যায় পরে ॥ অতএব ভাই, ইথে দোষ নাই, তোমারে খাইতে পারে। কর প্রবিধান, এইত বিধান, দেশ কাল ব্যবহারে ॥ ব্যবস্থা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ চিন্তিয়া, পুনর্ব্বার কহে তবে। আর এক জন, অতি বিচক্ষণ, মধ্যস্থ মানিতে হবে ॥ শার্দ্দুল তখন, সঙ্গেতে ব্রাহ্মণ, গিয়া এক সরোবরে। যাহা ঘটেছিল, তাহারে বলিল, সাক্ষি করি দিবাকরে ॥ কহে সরোবর, শুন দ্বিজবর, ত্যজহ আপন রোষ। সময়ের নীত, হিতে বিপরীত, শার্দ্দুলে দিব কি দোষ। তাহার কারণ, করি

নিবেদন, দেখ আমি সরোবর। আমার জীবন, জগত জীবন
পশুপক্ষি আদি নর॥ সবে উপকারে, করি অনিবার, এই
তার প্রতিকার। বিষ্ঠা মূত্র যত, ফেলে অবিরত সহ্য করি সে
প্রকার॥ অতএব সার, মন এ বিচার, দ্বিজবর হবে নাশ।
শুনি ব্যাঘ্রবর, হইল তৎপর, ব্রাহ্মণে করিতে গ্রাস॥ দ্বিজ
সকাতরে ডাকিছে ঈশ্বরে, ধ্যান করি মনেমনে। দৈবে
হেন কালে, একই শৃগালে, উপনীত সেই বনে॥ হেরিয়া
তাহারে ব্রাহ্মণ ত্বরায়, বলে ব্যাঘ্র এই বার। ইনি যদি কন,
সেরূপ বচন, আমারে কর সংহার॥ এ কথা বলিয়া, শৃগালে
ডাকিয়া কহে যত বিবরণ। ধূর্ত্তশিবা কয়, প্রত্যয় না হয়,
কভু যেই প্রকরণ॥ যদি স্বীয় চক্ষে, দেখি হে প্রত্যক্ষে,
কোথায় শার্দ্দূল ছিল। কিরূপে ব্রাহ্মণ, খুলিয়া বন্ধন
মোচন করিয়া দিল। তাহা না দেখিয়া, কেমন করিয়া,
যথার্থ বিধান কব। অন্যায় বিধানে, ধর্ম্ম সন্নিধানে,
অপরাধী হয়ে রব॥ ব্যাঘ্র ব্যগ্রমতি, হইয়া সম্মতি,
ভাল বলি দিয়া সায়। লয়ে দ্বিজবরে, চলিল সত্বরে
শিবা পিছু পিছু ধায়॥ দূরেতে থাকিয়া, বিপ্রে সম্বোধিয়া,
শিবা কহে উচ্চৈঃস্বরে। শরীর বিপুল, এমন শার্দ্দূল, কে-
মনে ছিল পিঞ্জরে॥ পুনঃ যদি ভাই, দেখিবারে পাই,
উহার ভিতরে যেতে। তবে এ বিধান, শাস্ত্রের প্রমাণ, তো-
মারে পারিবে দিতে॥ শুনিয়া বচন, ব্যাঘ্র হৃষ্টমন, পিঞ্জ-
রেতে প্রবেশিল। কহিছে সুবোধ, কর দ্বার রোধ, পূর্ব্বে
যেই রূপ ছিল॥ দ্বিজ একবার, রুদ্ধ করি দ্বার, খুলিবার
চাহে পরে। শিবা কহে ঠেকো, আলচালু থেকো, প্রাণ
লয়ে যাও ঘরে॥ পরে দুই জন, করি পলায়ন, যায় নিজ
নিজাগারে। কহিছে কুমার, কি ভয় তাহার, ঈশ্বর সহায়
যারে॥ অতএব প্রিয়া, ভয় কি লাগিয়া, যাই অনুমতি কর।
দিবস শর্ব্বরী, শুনহে সুন্দরী, শিব হেতু শিবে স্মর॥ হাসি

যত জন তাজিল নন্দন, আছে তব কারাগারে। আনি ডা-
কাইয়া, ধন কিরে দিয়া, বিদায় কর সবারে। মম ভ্রাতৃগণে,
রাখিবে যতনে, যাইতে দিও না দেশে। স্বকার্য্য সাধিয়া,
আসিব ফিরিয়া, দেখা হয় হবে শেষে॥ শুনি রসবতী, হয়ে
ম্লানমতি, নয়নে বহিছে ধারা। বলে প্রাণকান্ত, যাইলে নি-
তান্ত, একান্ত হইব সারা॥ নিদারুণ পণ, করিয়া যৌবন,
অর্দ্ধেক যাইল প্রায়। তুমি হলে বাম, কে পুরাবে কাম, এ
দুঃখ জানাব কায়॥ এ প্রাণ থাকিতে, তোমারে যাইতে, নাথ
কহিতে নারি। যদি হে এখন, করহে গমন, হত্যা হবে এই
নারী॥ নৃপতিনন্দন, ভাবিয়া তখন, কামিনীর ধরি করে।
বলে প্রাণপ্রিয়ে, প্রফুল্ল হইয়া, বিদায় দেহ সত্বরে॥ ফিরে
কহে ধনী, পুনঃ গুণমণি, আসিবে কি ভয় কর। নাগরে বি-
দায়, করিয়া হৃদয়, মনেতে ধৈরয ধর॥

অথ তাজলমলুকের বকাওলি পুষ্পান্বেষণে গমন
এবং দৈত্যের সহ মিলন।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া॥

কেমনে নিষ্ঠুর হয়ে যাইতে চাহ ত্যজিয়ে। প-
ঙ্কজিনী পেয়ে সখা অলি কি যায় ফিরিয়ে॥
আমি কমলিনী প্রায়, তুমি মধুকর তায়,
বঁধু সহজে মধু খায়, দেখ না চাহিয়ে। না জানি
কি গুণে তবে, পুরুষেরে কহে সবে, ভ্রমরের
জাতি সেত তবু মধু পিয়ে, অন্য ফুলে বস
গিয়ে, এ যে নিদারুণ হিয়ে, অমনি যায় ত্য-
জিয়ে॥

পয়ার। কামিনী বলিছে নাথ থাকিতে জীবন। কেমনে কহিব কর দুর্গমে গমন॥ একান্ত হে কান্ত যদি ত্যজিয়া যাইবে। নিবারণ করা নহে অশুভ হইবে॥ কিন্তু অধিনীরে যেন থাকে হে স্মরণ। তব আশা আশা করি রহিল জীবন॥ রাজপুত্র করে ধৈর্য্য দত্ত রসবতী। আসিল ত্বরায় প্রিয়া দেহ অনুমতি॥ বিদায় হইয়া তবে রাজার নন্দন। পুষ্প অন্বেষণ হেতু করিল গমন॥ নানা গ্রাম নগরেতে ভ্রমি নিরন্তর। উপনীত হৈল শেষে অরণ্য ভিতর॥ কত শত বৃক্ষ তাহে আছয়ে শোভিত। শাল তাল তমাল হেন্তালে পূর্ণিত॥ সুতন্ত্র অন্তর বনে যাইতে যাইতে। আশ্চর্য্য বিষয় এক পাইল দেখিতে॥ রজত পর্ব্বত প্রায় আকার বিশাল। সম্মুখে আসিছে যেন কালান্তের কাল॥ নৃপসুত প্রাণ ভয় ত্যজি একেবারে। ডাকিতে লাগিল অতি উচ্চৈঃস্বরে তারে॥ ওহে দৈত্যবর তুমি আসি শীঘ্রগতি। আমারে বিনাশ করি ঘুচাও দুর্গতি॥ এ কথা কহিল যদি নৃপতি তনয়। দয়া উপজিয়া দৈত্য হইল সদয়॥ কহে কেন স্বীয় জীবনের ত্যজ আশ। তাহার বিশেষ তথ্য করহ প্রকাশ॥ দেখিয়া দৈত্যের দয়া সাহস পাইল। আদ্যন্ত বৃত্তান্ত তাকে কহিতে লাগিল॥ বকাওলি নামে আছে কন্যা একজন। দেখিতে উদ্যান তার মম আকিঞ্চন॥ শুনিয়া কহিছে দৈত্য এ সাধ্য কাহার। প্রবেশ করিতে পারে উদ্যানে তাহার॥ চারি দিগে আছে দৈত্য প্রচুর প্রহরী। শূন্য রক্ষা করিতেছে কত লক্ষ পরী॥ মহীতলে অহি কত কে করে গণন। মণিকের সহ সদা করয়ে রক্ষণ॥ পক্ষী প্রবেশিতে নারে কঠিন এমন। যাইবে কেমনে দেহ করিয়া ধারণ॥ তোমারে দেখিয়া দয়া হতেছে আমার। যথাসাধ্য করিব তোমার উপকার॥ এত বলি দৈত্য তবে রাজার নন্দনে। স্কন্ধে করি লয়ে গেল নিজ নিকেতনে॥ যথাযোগ্য খাদ্য

দ্রব্য আনিয়া যোগায়। কোনক্রমে রাজপুত্র কষ্ট নাহি পায়॥ দৈত্য রাজ পুত্রে সদা মৈত্র ভাব ভাবে। মহাসুখে দোঁহে অতি থাকয়ে সদ্ভাবে॥ এক দিন দৈত্যবর নৃপতি নন্দনে। শিখায় সঙ্কেত এক অতি সঙ্গোপনে॥ যাহে প্রবিধান হয় পশু পক্ষি ভাষ। বিদ্যা পেয়ে রাজ পুত্র হইল উল্লাস॥ তদন্তর এক দিন রাজার তনয়। সুমধুর বচনেতে দৈত্য প্রতি কয়॥ ঘৃত চিনি আটা যদি কর আহরণ। করাইতে পারি তবে উত্তম ভোজন॥ এমন সুখাদ্য সেই কি কহিব আর। জন্মাবধি কর নাই তেমন আহার॥ শুনি সানন্দেতে দৈত্য যাইয়া সত্বরে। ঘৃত আদি দ্রব্য সব আহরণ করে॥ নানাবিধ খাদ্য তাহে রাজার কুমার। প্রস্তুত করিয়া দিল পর্ব্বত আকার॥ তদন্তর দৈত্যবর আহার করিল। সুখাদ্য ভক্ষণে অতি সম্প্রীতি পাইল॥ বলে যদি আর এক দিন এই মত। প্রস্তুত করিয়া দেহ খাদ্য দ্রব্য যত॥ আত্মীয় বান্ধবগণে করি নিমন্ত্রণ। এমন সুখাদ্য ভক্ষ্য করাই ভোজন॥ শুনি রাজ পুত্র তাহে সম্মত হইয়া। দিলেক অনেক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া॥ মহাহর্ষে দৈত্য তবে সবান্ধবগণে। আহ্বান করিয়া আনে আপন ভবনে॥ কেহ খর্ব্ব কেহ স্থূলে কেহ দীর্ঘাকার। বসিল সকলে পরে করিতে আহার॥ আম মাংস ভক্ষি যারা করয়ে আহ্লাদ। মহাতুষ্ট পেয়ে লুচি কচুরি আস্বাদ॥ নৃপসুতে হেরি তারা দৈত্যে জিজ্ঞাসে। আহা-রের বন্ধু নর রাখ কি প্রবাসে॥ ভোজনের পরে তবে দৈত্য বলবন্ত। কুমারের বিবরণ কহে আদি অন্ত॥ তাহার মধ্যেতে এক দৈত্য মহামতি। কুমারের দুঃখ শুনি দুঃখী হৈল অতি॥ বলে ভূপোবর দয়া হইল আমার। সাধ্য মতে উপকার করিব তোমার॥ আছে যত বকাঅলি উদ্যানে প্রহরী। মম ভগ্নী হামালা প্রধান সর্ব্বোপরি॥ তোমারে পাঠায়ে দিব তার সন্নিধান। সচেষ্ট হইবে সদে দেখিতে

আছয়ে কেমনে ॥ উত্তর না করে দোঁহে রহে মৌনভাবে। হামালা ব্যাকুল হয়ে বিবরণ ভাবে ॥ কি ভাবে এ ভাব ভেবে নাহি পাই ভাব। কি জন্য এ কন্যা সহ নাহি কহে ভাব ॥ বিরলে বৃত্তান্ত বিধুমুখীরে জিজ্ঞাসে। নাহি জানি মর্ম্ম নম্রমুখে ধনি ভাসে ॥ পরে কুমারেরে ডাকি জিজ্ঞাসে কারণ। নৃপসুত কহিলেন যত বিবরণ ॥ এই মম অভিলাষ কর প্রবিধান। বারেক হেরিব বকাঅলির উদ্যানে ॥ শুনিয়া হামালা কহে রাজার কুমার। আমরা যাইতে নারি ভিতরে তাহার ॥ দেবতা অগম্য তুমি কেমনে যাইবে। পরের সন্তান কেন প্রাণ হারাইবে ॥ নৃপের নন্দন বলে তুমি সর্ব্বময়ী। তব দয়া হলে হই সর্ব্বত্রেতে জয়ী ॥ হাসিয়া হামালা বলে হইল কি দায়। দেখি যদি পারি কিছু করিতে উপায় ॥ এত বলি মূষিকের প্রধানে ডাকিয়া। কহিল তাহারে অতি গোপন হইয়া ॥ তাজলমলুক এই জামাতা আমার। উদ্যান দেখিতে চাহে কহিব কি আর ॥ তুমি যদি কৃপা করি করহ উপায়। তবে অনায়াসে যেতে পারিবে তথায় ॥ উদ্যান ভিতর আর আমার সদন। সুড়ঙ্গ খুঁদিলে হবে কার্য্যের সাধন ॥ মূষিক কহিল তাহে কি আছে আটক। প্রকাশ হইলে পরে কে হবে রক্ষক ॥ হামালা কহিছে তাহে চিন্তা না করিবে। তুমি আমি সেই ভিন্ন অন্য কে জানিবে ॥ এ কথা শুনিয়া তবে উন্দুর যাইল। সুড়ঙ্গ নির্ম্মিতে লক্ষ মূষিকে কহিল ॥ তৃতীয় দিবসে হৈল সুড়ঙ্গ প্রস্তুত। হেরিয়া হরিষ চিত্ত হয় রাজসুত ॥ মিত্র রাজ পুত্রে লয়ে উদ্যানে যাইল। কোন বকাঅলি তবে জিজ্ঞাসা করিল ॥

অথ রাজপুত্রের বকাঅলির উদ্যানে গমন।

লাচাড়ি। উদ্যানে উঠিয়া তবে রাজার কুমার। চম-

কিন্তু হৈল হেরে আশ্চর্য্য ব্যাপার॥ হরিবে ভ্রমণ করে নরেশনন্দন। উদ্যানের শোভা জিনি ইন্দ্রের নন্দন॥ বর্ণনে অতীত সে উদ্যান মনোরমা। ভেবে নাহি পাই কিছু করিতে উপমা॥ তথাপি বাসনা কিছু বর্ণিতে নিশ্চয়। সহস্র অংশের অংশ যদি তার হয়॥ মৃত্তিকা কোথায় সেই উদ্যান ভিতরে। সুবর্ণের পাত মোড়া আছয়ে উপরে॥ চতুঃপার্শ্বে তার যত রেয়ালে বেষ্টিত। সুবর্ণে সুবর্ণ হয় সে সব নির্ম্মিত॥ কোটের গঠন তার কিবা মনোহর। স্বর্ণ স্তম্ভ তাহে মণি মুক্তার ঝালর॥ সংখ্যাতীত ফল বৃক্ষ কেবা জানে নাম। আকরোট লিচি পিচ শেও আম্র জাম॥ নারিকেল বেল তাল কাঁঠাল খর্জ্জুর। বেদানা দাড়িম্ব পেঁপে পেয়ারা আঙ্গুর॥ বাদাম মনেক্কা কিশমিশ আমরুদ। আতা রম্ভা আনারস কামরাঙ্গা কুল॥ আমড়া গোলাপজাম লেবু নানা মত। কমলা কাগজি কলম্বক কত শত॥ করুণ বাতাবি গোঁড়া পাতি জগণন। এলাচি নারাঙ্গি কত করিব বর্ণন॥ পুষ্পোদ্যানে আছে নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত। মল্লিকা মালতী জাতি অতি মনোনীত॥ অতসী শেঁওতী চাঁপা জবা শ্বেত পীত। গোলাব রজনীগন্ধা গন্ধে আমোদিত॥ কামিনী টগর যূথি কুসুম কাঞ্চন। সূর্য্যমণি গন্ধরাজ দোপাটি দোলন। কদম্ব কেশর গাঁদা তবহা পারুল। নেবী মোরগ ফুল পলাশ বকুল॥ চিড়িয়াখানায় আছে কতেক চিড়িয়া। কাকলা ময়ূর হুরী কাকাতুয়া টিয়া॥ ফিরেমোল নরিয়াদি কোকিল ময়না। কত পক্ষী লক্ষ লক্ষ কে করে গণনা॥ পারাবত পেরোবাজ লেরাক্ষু লোটন। লক্কা মুখি গলাফুলা পরপাণ্ড বোঁটেম॥ কত শত নানা মত আছে পশুচয়। হরি করী হরিণ গণ্ডার গাধা হয়॥ উল্লুক ভল্লুক ব্যাঘ্র মহিষ খচর। বনরুহ কৃষ্ণসার বর্ণিতে বিস্তর॥ উদ্যানের মাঝে এক আছে সরোবর। স্বর্ণে নির্ম্মিত তার সোপান সুন্দর॥

চারিদিকে খচিত মধ্যে মধ্যে সংমর্ম্মর। জলে স্থলে চিকমিক হীরার কাঁকর॥ নানা বর্ণ মৎস্য তায় ভাসিছে কাতার। হংস হংসী উল্লাসেতে দিতেছে সাঁতার॥ সারস সারসী প্রেমোল্লাসে ভাসে নীরে। ময়ূর উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করে তীরে॥ নীল পীত শ্বেত সরোরুহ নীরে ভাসে। ভাস্করের কিরণেতে প্রফুল্ল প্রকাশে॥ অলিকুল ব্যাকুল মধুর লোভে ধায়। গুণ গুণ গুঞ্জ রবে ঝঙ্কারে তাহায়॥ কুহু কুহু অহর্নিশি কোকিল কুহরে। পাপিয়া ডাকয়ে সদা পিউ পিউ স্বরে॥ বসন্ত সামন্ত সঙ্গে সদাই সেখানে। এক ঋতু ভিন্ন অন্য নাহি সে উদ্যানে॥ মিত্র বলে বকাওলি কহ কহ কহ। কান্ত বিনে কেমনে এখানে একা রহ॥

অথ রাজ পুত্রের বকাওলি দর্শন।

রাগিণী সোহিনী বাহার। তাল মধ্যমান।

কে ও কার কামিনী। ভুবন মোহিতে বিধি সৃজিল মোহিনী॥ হায় কিবা বর্ণ প্রভা, ত্রিজগত মনোলোভা, বুঝি হেরি এই শোভা, সচঞ্চলা সৌদামিনী॥ হেরে মুখ মনোহর, সকলঙ্ক সুধাকর, লাজ ভয়ে সকাতর, বনেতে পদ্মিনী। উহার কটাক্ষ শরে, পুরুষে কি প্রাণ ধরে, যে নয়নে লাজ ভরে, কাননে হরিণী॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী। নৃপসুত স্থানে স্থানে, ভ্রমণ করি উদ্যানে, বকাওলি করে অন্বেষণ। শেষে এক দিগে যায়, দেখে এক হৌজ তায়, গোলাপেতে আছয়ে পূরণ॥ তার মধ্যে কি সুন্দর, পুষ্প এক মনোহর, শোভান্বিত আছে প্র-

মুঞ্চিয়া। বিচারিল মনে তবে, এই বকাওলি হবে, ইহা জারি লইল তুলিয়া ॥ রাখি বসনে বাধিয়া, পুনঃ এক দিগে গিয়া, হেরিয়া হইল চমকিত। পুরী এক চমৎকার, কি শোভা কহিব তার, নানা বিধ মণিতে খচিত ॥ স্থানে স্থানে সূর্য্যকান্ত, তার মধ্যে নীলকান্ত, পদ্মরাগ কে করে গণন। চন্দ্রকান্ত চন্দ্র সম, মরকত নিরুপম, হীরা আদি যেমন তপন মনেতে হতেছে জ্ঞান, কিন্তু দেখিবার আশ, না দেখিলে দেখে আরে ঘরে। কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া মনে, প্রবেশিল সে সদনে, দেখে এক পালঙ্ক উপরে ॥ স্বর্ণলতা উপর, নানা পুষ্প সুসুন্দর, রাজপুত্র হইল বিস্ময়। পুনঃ চমৎকার একি, কোরকে ভ্রমর দেখি, ত্যজি নানাজাতি পুষ্প ময় ॥ মন বুঝে চিত্র হাসি, কহে নহে পুষ্পরাশি, রসরাজ বকাওলি অই। ফুলময় দেহধারী, চিনিতে নারিলে নারী, শুন তবে বিশে-ষিয়া কই ॥ যদ্যপি এই ত্রিভুবনে, নাহি হেরি কোন জনে, ও রূপে করিতে প্রতিরূপ। ও রূপ ও রূপ সম, অপরূপ নিরুপম, কিবা সাধ্য কহিতে স্বরূপ ॥ তব যেই অভিপ্রায়, স্বর্ণলতা পুষ্প প্রায়, তাহা নহে পুষ্পেতে জড়িত। শিরোরুহ নীলাম্বর, জিনি নব জলধর, অঙ্গ আভা তাহাতে তড়িৎ ॥ কিমাশ্চর্য্য অতঃপর, পুষ্পময় পুষ্পোপর, কলিকা সহিত নানাজাতি। মুখপদ্ম মনোহর, তাহে অলি ইন্দীবর, কুন্দ কলি রদনের পাঁতি ॥ নাসিকা সে তিলফুল, ওষ্ঠ বন্ধুর পারুল পল্লবক অঙ্ঘ্রিযুগ তায়। করদ্বয় রক্তাম্বুজ তাহার মৃণাল ভুজ, কণ্টকবিহীন শোভা পায় ॥ সেই বন্ধ অরবিন্দে, রক্তবর্ণ কাঁপ্র নিন্দে, অঙ্গুলি হয়েছে চাঁপা কলি। কমল কোরকদ্বয়, কুচযুগ হয়ে রয়, তদগ্রে চম্পক নহে অলি ॥ পাদতল নিরমল, যুগল স্থল কমল, অঙ্গুলি তাহাতে বিম্ব ফল। দ্বিজ বলে তদুপর, শুক্তিকা নখর নিশাকর ঝিল-মিলিয়া উজ্জ্বল ॥

অথ তাজলমলুকের বকাওলি সহ হারাঙ্গুরীয় বিনিময় এবং মহাম্মুদাকে লইয়া হামলার নিকট হইতে বিদায়॥

রাগিণী সোহেনি বাহার। তাল মধ্যমান

হেন রূপ যে নয়নে না হলো দর্শন। সে জনে
দিয়াছে বিধি আঁখি কি কারণ॥ স্বরূপাতি
সবার তরে, বুঝি বিধি নিজ করে, নির্মেও
নির্জ্জন ঘরে, করেছে গোপন। যদি দেখে
যোগিগণ, করে ইহা নিরীক্ষণ, ভুলিয়া আসন॥
মদনে হইয়া মত্ত, তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মত্ব, ত্যজি
নিজ ইষ্টতত্ত্ব, যাচয়ে মিলন॥

লঘু-ত্রিপদী। সে রূপ হেরিয়া, মোহিত হইয়া, নৃপ-সুত চিন্তা করে। মন হারা হয়ে, দেহমাত্র লয়ে, কেমনে যাইব ঘরে॥ যদি বিধি হয়, আমারে সদয়, বাসনা পুরাবে তবে। নতুবা জীবন, যন্ত্রণা কারণ, চির দিন হয়ে রবে॥ একি বিপরীত, হেরি এই নীত, নাহি জানি কি চাতুরী। গৃহস্থ জাগ্রত, চোর নিদ্রাগত, তথাপি করিল চুরি॥ নৃপ-তিনন্দন, ভাবয়ে তখন, এই সে উচিত হয়। এখানে আ-সিয়া, চিহ্ন না রাখিয়া, ফিরে যাওয়া ভাল নয়॥ ইহা করি স্থির, নিজাঙ্গুরি ধীর, তাহার করেতে দিল। পুনঃ স্বীয় হার, গলেতে তাহার, মন সাধে পরাইল॥ হারাঙ্গুরী তার, লইয়া কুমার, পরি নিজ কর গলে। আইল সত্বর, হইয়া কাতর, প্রাণ রাখি সেই স্থলে॥ প্রবেশি সুড়ঙ্গে, মূষিকের সঙ্গে, হামলা নিকটে গিয়া॥ করি যোড় কর, কহে গুণধর, সকল

হয়েছে ক্রিয়া॥ কৃপা করি নাশি, মম দুঃখ রাশি, পুরাইলা যেই কারণ। নিজ কর্ম্ম দিয়া, পাদুকা নির্ম্মিয়া, পরাইলে তবে পায়॥ মনে এই আশ, যাইব নিবাস, যদি অনুমতি কর। মম পিতা মাতা, আর ভগ্নীভ্রাতা, চিন্তিতনিরন্তর॥ সবে দাঁড়াইবা, আসি ছাড়াইয়া গণিয়া মাসেক হবে। কিন্তু সর্ব্বদায়, জানিও নিশ্চয়, হেরি নাই সেই সবে॥ এই অভিপ্রায়, তোমার কন্যায়, সঙ্গে করি যাব লয়ে। যাবৎ জীবন, কারণ ধারণ, রব হব বাধা হয়ে॥ শুনি এ বচন, হামর্দা তখন, বিস্মিত হয়ে মনে। বলে কি কারণ, হয়ে উচাটন, ত্যজিতে চাহ এ জনে॥ তোমায় হেরিয়া, দুঃখ পাসরিয়া, করিতেছি সুখে বাস। যেন অকস্মাৎ, শিরে বজ্রাঘাত, করিবে হতেছে ত্রাস॥ তুমি অক্ষি তারা, তারা হয়ে হারা, কেমনে বাঁচিবে প্রাণ। নাহি জানি কবে, শুভ দিন হবে, এ দুঃখে পাইব ত্রাণ॥ আগে যদি গণি, ঘটিবে এমনি, তবে না বাড়াতু মায়া। যাইবে এখন, লয়ে প্রাণ মন, থাকিবেক মাত্র কায়া॥ এরূপ আক্ষেপ, করিয়া নিক্ষেপ, সম্মতি হইল পরে। আনিয়া কন্যারে, দিল জামাতারে, সমর্পিয়া করে করে॥ শিরহতে শেষ, তুলি দুই কেশ, দিয়া কহে দুই জনে। যখন আমারে, ইচ্ছা দেখিবারে, হইবেক স্বস্থ মনে॥ শুনহ বচন, এ কেশ তখন, ধরিবা অনলোপরি। আয়ে দৈত্যগণ, অগণ্য গণন, যাব আমি ত্বরা করি॥ দৈত্য এক জন, ডাকি ততক্ষণ, দম্পতীর সঙ্গে দিয়া। সজল নয়নে, তুষিয়া বচনে, দিল ধনি পাঠাইয়া॥ মিত্র কহে সার, আছে ব্যবহার, পূর্ব্বাপর এই রীতি। কন্যা পিত্রালয়, কভু নাহি রয়, কেন কান্দ অনুচিত॥

অথ তাজলমলুকের কেদোষ নগরে আরারার সহিত পুনর্মিলন।

রাগিণী বাহার তাল ঝাঁপতাল॥

এস হে নাবিক কেন বিলম্ব এখন। বিচ্ছেদ সাগরে তরি রাখি করিয়া মগন॥ প্রচণ্ড পবনানঙ্গ, বাড়ায় তরঙ্গরঙ্গ, ধর্ম্ম ধ্বজি করিভঙ্গ, অকুলে করে গমন। যুগল মাস্তুল ধরি, আশা পানি ভর করি, রয়েছে এখন॥ ভাগ্যে এলে কর্ণধার, নহিলে মাস্তুলে আর, রক্ষা করা হতোভার, ডুবিত নব যৌবন॥

পয়ার। হামালা নিকটহতে হইয়া বিদায়। দম্পতী দৈত্যের সহ শূন্য ভরে যায়। কত নদ নদী আর পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া। কেদোষ নগরে পরে উত্তরিল গিয়া॥ আরারার পুরী তবে করি নিরীক্ষণ। দৈত্যের সহিত দোঁহে করিল গমন॥ সমাচার শুনি রসবতী পুলকিত। অগ্রসর হয়ে আসি দ্বারে উপনীত॥ গলবস্ত্র যোড় পাণি হইয়া তখন। আনন্দ নীরেতে ভাসমান দুনয়ন॥ বলে অদ্য সুপ্রভাত রজনী আমার। তব অদর্শনে ছিল সব অন্ধকার॥ নব জলধর আশে চাতকী যেমন। ঊর্দ্ধমুখে তব আশে ছিলাম তেমন॥ ঈশ্বর উদ্দেশে ধনী করি ধন্যবাদ। মঙ্গলাচরণ করে পরম আহ্লাদ॥ দরিদ্র দুঃখিত যত আছিল নগরে। বহু ধন বিতরণ করিল স্বকরে॥ রাজ পুত্র হামালার গোচর কারণ। পত্র লিখে দৈত্যবরে পাঠায় তখন॥ পরে কামিনীর কর করিয়া ধারণ। সুমিষ্ট বাক্যেতে তার তুষিলেন মন॥ যেইরূপ ঘটেছিল অরণ্য মাঝারে। যে রূপে দে-

তোর দশা হয়েছিল তারে ॥ যেই হেতু মহাত্মা দায় বিবাহ করিল। যেই রূপে বকাওলি পুষ্প হরেছিল ॥ আদিঅন্ত বিবরণ কহিল বিশেষ। বকাওলি পুষ্প তারে দেখাইল শেষ ॥ হেরিয়া কামিনী হৈল আত্মঅহংকার। বলে সামান্যতঃ নহে ক্ষমতা তোমার ॥ রাজপুত্র অঙ্গীকার করিয়া স্মরণ। বিবাহ করিয়া তায় করিল পালন ॥ সেই স্থানে কিছু দিন থাকি নানা সুখে। হাস্য পরিহাসে নাশে ভ্রমণের দুঃখে ॥ এক দিন কারাধ্যক্ষ করি যোড়পাণি। রাজপুত্র সন্নিধানে কহে মৃদুবাণী ॥ যত কারারুদ্ধ জনে আপনি কৃপায়। বন্ধনকে মুক্ত করে দিলেন বিদায় ॥ কিন্তু শর্ত স্থান বাসী রাজপুত্রগণে সর্ব্বস্ব খেলায় হারি আছয়ে বন্ধনে ॥ উহাদের পক্ষে যাহা হয় অনুমতি। সেই মত করি তবে তাহাদের গতি ॥ শুনি রাজপুত্র কিছু করি বিবেচনা। আমারা সমীপে গিয়া কহিল মন্ত্রণা ॥ যে মতে আমারা জানি কহে চারি জনে। যদ্যপি বাসনা থাকে যাইতে সদনে ॥ উরুদেশে লহ ছাপ লিখি মম নাম। আমারার আজ্ঞায় চিহ্নিত গোলাম ॥ তবে সবে গৃহে যাবে লয়ে যত ধন। নতুবা থাকিবে বদ্ধ যাবৎ জীবন ॥ শুনি নৃপাত্মজগণ করে বিবেচনা। সদয়া হইল কন্যা বিনা উপাসনা ॥ কি দোষ তাহাতে দিলে উরুদেশে ছাপা। বসনে গোপনে সদা রহিবেক ছাপা। বিশেষ আমরা ত্রই রাজার নন্দন। কেবা দেখিবেক বল খুলিয়া বসন ॥ পরামর্শ পরস্পর করিয়া বিস্তর। সম্মতি হইল ছাপ লইতে অন্তর ॥ মিত্র কহে না বুঝিয়া হইলা স্বীকার। যেন যা ঘটিবে পরে হইবে প্রচার ॥

অথ তাজলমলুকের ভ্রাতৃগণকে কারামুক্ত করিয়া ছলে পুষ্প প্রদান করা এবং মহারাজার চক্ষু আরোগ্য হওয়া।।

পয়ার। স্বীকৃত হইল যদি রাজপুত্রগণ। রুমবন্দ ছাপা দিতে করে আহরণ।। লৌহময় ছাপা করি অনলে দহন। উরুদেশে নবাদার দিলেক তখন।। তদন্তরে সকলের বরি ফিরে দিয়া। স্বদেশে যাইতে দিল বিদায় করিয়া।। জলধি তটেতে আসি নৃপপুত্রগণ। আপন জাহাজে সবে করে আরোহণ।। এখানে রসিকরাজ ভাবিছে বসিয়া। কি ফল আমার আছে এ পুষ্প লইয়া।। ছল ক্রমে এই পুষ্প দিব ভ্রাতৃগণে। আরোগ্য হবেন রাজা এ ফুল পরশনে।। আমার বিলম্ব আছে যাইতে ভবন। কাল ক্ষেপে কষ্ট পাবেন রাজন।। এই স্থির করি বীর যায় যোগী-বেশে। পুষ্প লয়ে চলে ভ্রাতৃগণের উদ্দেশে।। নগর সাগর তীরে আসিয়া সত্বরে। চাই গোলেবকাঅলি বলে উচ্চৈঃস্বরে।। শুনি রাজপুত্রগণ হয়ে চমৎকার। বলে পুষ্প আন দেখি কি গুণ উহার।। যোগিবর বলে দেখ দেখ মহাশয়। এ পুষ্প পরশনে অন্ধ অক্ষি যুক্ত হয়।। শুনিয়া সকলে অতি সানন্দ হইয়া। অন্ধ এক নাবিকেরে আনি ডাকাইয়া।। পুষ্পের পরীক্ষা হেতু কহে যোগীবরে। লোচন করহ বাধি হেরিব গোচরে।। শুনি দিগম্বর অতি হইয়া হরষ। তাহার নয়নে পুষ্প করিল পরশ।। পুষ্প পরশনেতে চক্ষু হৈল পুনর্ব্বার। হেরি রাজপুত্রগণ হয় চমৎকার।। বলে কি লইবে বল এ পুষ্পের মূল্য। যোগী বলে লব হীরা মম ভারতুল্য।। শুনি চারি জন বলে এ বেটা পাগল। মারি কাড়ি লও পুষ্প বিতুষ্টি বালক।। আজ্ঞামাত্র ভৃত্যগণ সত্বরে যাইয়া। কুসুম কাড়িয়া লয়ে দিল তাড়াইয়া।। স্বস্থানে প্রস্থান

ভেবে করে যুবরাজ। মনে ভাবে কোন ক্রমে সিদ্ধ হৈল কায॥ পরে নৃপাত্মজগণ প্রফুল্ল অন্তরে। স্বদেশ যাইতে আর বিলম্ব না করে॥ আপন পিতার রাজ্যে করি আগমন। শুভ সমাচারে তোপ দাগে অগণন॥ দূত গিয়া সমাচার কহিল নরেশে। রাজপুত্রগণ ফিরা আইলেন দেশে॥ শুনি নাম আনিলেন বকাওলি ফুল। শুনি অকূলেতে নৃপ পাইলেন কূল॥ মঙ্গল চরণ জন্য রাজা আজ্ঞা দিল। শুনিয়া প্রত্যেক ভৃত্য প্রবৃত্ত হইল॥ বারিপূর্ণ স্বর্ণ ঘট অতি মনোহর। সারি সারি রাখে রাজ পুস্করা উপর॥ তদুপর আম্রশাখা করিল স্থাপন। দুই পার্শ্বে রম্ভাতরু করিল রোপণ॥ এই মত কত হৈল মঙ্গলাচরণ। বাটী প্রবেশিল আসি রাজপুত্রগণ॥ পিতার চরণে করিলেক প্রণিপাত। আশীর্ব্বাদ করে রাজা শিরে দিয়া হাত॥ যেই মাত্র বকাওলি পুষ্প আনাইয়া। নৃপ চক্ষে দিল চিন্তামণিরে চিন্তিয়া॥ পুষ্প স্পর্শ মাত্র চক্ষু পাইল নরেশ। যেন লৌহ স্বর্ণ হৈল পরশি পরেশ॥ কহিছে সার্থক পুত্র তোমরা জন্মিলে। অসাধ্য সাধিয়া লোকে সুখ্যাতি রাখিলে॥ পুত্রের পুণ্য ছিল পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত। তজ্জন্য পেয়েছি চারি পুত্র গুণান্বিত॥ এইরূপ করি ভূপ পুত্রে সমাদর। মনানন্দে এই আজ্ঞা দিল নরবর॥ যত প্রজা আছে মম রাজ্যের ভিতর। এক বর্ষাবধি কেহ নাহি দিবে কর॥ সতত সানন্দে রবে না হইবে ম্লান। সকলের বাটী হবে নৃত্য বাদ্য গান॥ বৎসর অবধি সবে রবে এই ভাবে। ব্যঞ্জনা জন্য রাজ কোষ হইতে পাবে॥ রাজ্য ব্যাপি এই আজ্ঞা হইল প্রচার। প্রজাগণ আরম্ভিল আনন্দ ব্যাপার॥ কোথাও মৃদঙ্গ বাজে বীণা মনোহরা। স্থানে স্থানে সপ্তস্বরে বাজে সপ্তস্বরা॥ কালোয়াত কাওয়াল কথক টপ্পাবাজ। তম্বুরা বরিয়া সবে দিতেছে আওয়াজ॥ ঝিঁঝিওয়ালি বাই কত নাচে স্থানে স্থানে। শ্রোতাগণ মুগ্ধ

জনো সে সব নাহিক নিল ।। চোরের সমস্ত ধনের আশ । না করিল কেন তাতে প্রয়াস ।। হারের গঠন হেরিয়া তবে । মনেতে ভাবিল মনুষ্য হবে ।। তাহা না কেমনে বলিব তারে । তবে কি এখানে আসিতে পারে ।। চারি দিগে আছে দৈত্য প্রহরী । শূন্য রক্ষা করে যতেক পরী । ভাবয়ে সামান্য নহেত সেই । এমত স্থানেতে প্রবেশে যেই ।। কি জাতি হইবে দেব কি নর । গন্ধর্ব্ব অপ্সর যক্ষ কিন্নর ।। যে জন সে জন হউক মেনে । মোর নৈলে মন হরিল কেনে ।। না জানি সে জন কি গুণ জানে । বিকল করিল বালার প্রাণে ।। আগার স্বরূপ শরীর মম । মন ছিল তাহে রতন সম ।। সে ধন লইল কি রূপ করি । ছিলাম নিদ্রায় কেমনে ধরি ।। নিদ্রাভঙ্গ যদি হতো তখন । তবে কি হরিতে পারিত মন ।। কি বলিব ছিল ঘুমের ঘোর । নৈলে বুঝিতাম কেমন চোর ।। প্রেম রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া তারে । রাখিতাম ধরি যেতে কি পারে ।। করিয়া বদ্ধ হৃদি কারাগারে । সমুচিত দণ্ড দিতাম তারে ।। এ দুঃখের কথা কহিব কায় । কেবা আছে আনি দিবে তাহায় ।। কি করি উপায় না জানি কিছু । মম অদৃষ্টে কি হইবে পিছু । কে জানিতে পারে তার কি নাম । কি জাতি কি রূপ কোথায় ধাম ।। ভাবিয়া কিছুই না পাইল কূল । কেমনে পাইবে ইহার মূল ।। কি হইবে চিন্তা করি অবশেষ । বিধাতা জানেন যা হবে শেষ ।। কামিনী এতেক ভাবিয়া পরে । আপন মনেতে ধৈরয ধরে ।। উদ্যানে আসিয়া হউজে চায় । বকাঅলি ফুল না দেখে তায় ।। বিস্ময় হইয়া ভাবিছে মনে । কেবা লয়ে গেল পুষ্প রতনে ।। যে জন এমন চুরি করিছে । নিশ্চিত এ ফুল সেই হরেছে ।। ভাল হলো এবে পেলেম ছল । চোর ধরিবারে বাড়িল বল ।। ক্রোধে রাগ তবে করিয়া ধনী । প্রহরী বলিয়া হবে করিল ধ্বনি ।। হামলা শুনিয়া সত্বর হয় । অমনি আইল কাঁপে হৃদয় ।। কামিনী ঘর্ষিত লোচনে

কর। কিঞ্চিৎ মনেতে নাহিক ভয়। এতেক রক্ষক উদ্যানে থাক। কেবা আসে যায় তত্ত্ব না রাখ॥ গোলেবকাঅলি হয়েছে চুরি। ইহাতে তোদের আছে চাতুরী॥ কৈলে কার সাধ্য প্রবেশ করে। অনায়াসে আসি এ ফুল হরে॥ সম্প্রতি আপন কল্যাণ চাহ। চোর অন্বেষণে এখনি যাহ॥ আন সেই চোরে যেখানে পাবে। নতুবা সবার পরাণ যাবে। পিতারে কহিয়া দেয়াব তবে। একে একে শূলে চড়াব সবে। শুনিয়া হামলা কাঁপিছে ডরে। নিবেদিল যোড় করিয়া করে॥ আহার নিদ্রায় বঞ্চিত রয়ে। আছি এ উদ্যানে রক্ষক হয়ে॥ তাহাতে না জানি কেমনে কবে। আসি বকাঅলি লইল হরে॥ মিত্র কহে ধনী মনানুরাগে। ক্ষম হামলায় সম্বর ক্রোধে॥ যদি মন চোর ধরিতে চাও। সখী সঙ্গে লয়ে আপনি যাও॥

অথ বকাঅলি এবং সেমনক পুষ্প চোর অন্বেষণে গমন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

বল গো সজনী কোথা পাব সেই জন। যে জন
ছলেতে মন করেছে হরণ॥ বিলম্বে কি
প্রয়োজন, চল করি অন্বেষণ, যথা লয়ে যাবে
মন, করিব গমন॥

পয়ার। বকাঅলি বিবেচিয়া ত্যজি নিজ রোষ। ক্ষমা করে হামালায় জানিয়া নির্দোষ। সেমনক নামে সখী প্রিয়তমা অতি। সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা বিচক্ষণমতি॥ ডাকিয়া

অন্যো সে সব নাহিক নিল ॥ চোরের সতত ধনের আশ। না করিল কেন তাহে প্রয়াস ॥ হারের গঠন হেরিয়া তবে। মনেতে ভাবিল মনুষ্য হবে ॥ তাহা না কেমনে বলিব তারে। তবে কি এখানে আসিতে পারে ॥ চারি দিগে আছে দৈত্য প্রহরী। শূন্য রক্ষা করে যত্নেক পরী। ভাবয়ে সামান্য সংকেত সেই। এমত স্থানেতে প্রবেশে যেই ॥ কি জাতি হইবে দেব কি নর। গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যক্ষ কিন্নর ॥ যে জন সে জন হউক মেনে। মোর নৈনে মন হরিল কেনে ॥ না জানি সে জন কি গুণ জানে। বিকল করিল বালার প্রাণে ॥ আগার স্বরূপ শরীর মম। মন ছিল তাতে রতন সম ॥ সে ধন লইল কি রূপ করি। ছিলাম নিদ্রায় কেমনে ধরি ॥ নিদ্রাভঙ্গ যদি হতো তখন। তবে কি হরিতে পারিত মন ॥ কি বলিব ছিল ঘুমের ঘোর। নৈনে দেখিতাম কেমন চোর ॥ প্রেম রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া তারে। রাখিতাম ধরি যেতে কি পারে ॥ করিয়া বন্দ হৃদি কারাগারে। সমুচিত দণ্ড দিতাম তারে ॥ এ দুঃখের কথা কহিব কায়। কেবা আছে আনি দিবে তাহায় ॥ কি করি উপায় না জানি কিছু। মম অদৃষ্টে কি হইবে পিছু। কে কহিতে পারে তার কি নাম। কি জাতি কি রূপ কোথায় ধাম ॥ ভাবিয়া কিছুই না পাইল কূল। কেমনে পাইব ইহার মূল। কি হইবে চিন্তা করি অবশেষ। বিধাতা জানেন যা হবে শেষ ॥ কামিনী এতেক ভাবিয়া পরে। আপন মনেতে ধৈরয ধরে ॥ উদ্যানে আসিয়া হউজে চায়। বকাঅলি ফুল না দেখে তায় ॥ বিস্ময় হইয়া ভাবিছে মনে। কেবা লয়ে গেল পুষ্প রতনে ॥ যে জন এমন চুরি করিছে। নিশ্চিত এ ফুল সেই হরেছে ॥ ভাল হলো এবে পেলেম স্থল। চোর ধরিবারে বাড়িল বল ॥ হলে রাগ তবে করিয়া ধনী। প্রহরী বলিয়া তবে করিল ধ্বনি ॥ হামলা শুনিয়া সভয় হয়। অমনি আইল কাঁপে হৃদয় ॥ কামিনী গর্জিত বোচনে

কয়। কিঞ্চিৎ মনেতে নাহিক ভয়॥ এতেক রক্ষক উদ্যানে থাক। কেবা আসে যায় তত্ত্ব না রাখ॥ গোলেবকাঅলি ল য়েছে চুরি। ইহাতে তোদের আছে চাতুরী॥ নৈলে কার সাধ্য প্রবেশ করে। অনায়াসে আসি এ ফুল হরে॥ যদ্যপি আপন কল্যাণ চাহ। চোর অন্বেষণে এখনি যাহ॥ আন সেই চোরে যেখানে পাবে। নতুবা সবার পরাণ যাবে॥ পিতারে কহিয়া দেখাব তবে। একে একে শূলে চড়াব সবে॥ শুনিয়া হামলা কাঁপিছে ডরে। নিবেদিল যোড় করিয়া করে॥ আহার নিদ্রায় বঞ্চিত রয়ে। আছি এ উদ্যানে রক্ষক হয়ে॥ তাহাকে না জানি কোনক্ষ করে। আনি বকাঅলি লইল হরে॥ মিত্র কহে বলী মর্যানুরোধে। ক্ষম হামলায় সম্বর ক্রোধে॥ যদি মন চোর ধরিতে চাও। সখী সঙ্গে লয়ে আপনি যাও॥

অথ বকাঅলি এবং সেমনক পুষ্প চোর অন্বেষণে গমন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

বল গো সজনী কোথা পাব সেই জন। যে জন ছলেতে মন করেছে হরণ॥ বিলম্বে কি প্রয়োজন, চল করি অন্বেষণ, যথা লয়ে যাবে মন, করিব গমন॥

পয়ার। বকাঅলি বিবেচয়। ত্যজি মিত্র রোষ। ক্ষমা করে হামালায় জানিয়া নির্দোষ॥ সেমনক নামে সখী প্রিয়তমা অতি। সর্বগুণে গুণান্বিতা বিচক্ষণমতি। ডাকিয়া

তাহারে বলী হইয়া থোপন। বিশেষিয়া কহিতেছে যত বিবরণ॥ শুন শুন প্রাণসখী বলি গো তোমায়। গৃহেতে ছিলাম আমি নিদ্রায়॥ নাহি জানি কোন জন এসে বেশি আগারে। পরিবর্ত্ত করে নিল মম রত্নহারে॥ অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় বদল করিয়া। পরে বকাওলি পুষ্প লয়েছে হরিয়া॥ কেমনে আইল চোর না জানি কারণ। মম মন তথ কেন এত উচাটন॥ উদ্যানে রক্ষকগণ আছয়ে বিস্তর। কেমনে আইল বল গৃহের ভিতর॥ দ্বারপালগণে জিজ্ঞাসিলে নাহি বলে। নাহি জানি বলে করে শপথ সকলে॥ তাহার পর্শেতে তনু হয়েছে বিকল। না হেরিয়া তাহে তবু হতেছে চঞ্চল॥ না জানি কি গুণে মম করিয়া হরণ। চাতুরী করিয়া কেবা করিল গমন॥ সে জনে কেমনে বল পাইব এখন। তার দরশন বিনে স্থির নহে মন॥ অতএব চল দোঁহে ধরিব তাহায়। যেখানে সন্ধান পাব যাইব তথায়॥ শুনি সেনমন্দ সখী বলে শিহরিয়া। এমন উন্মত্তা হলে কাহার লাগিয়া॥ না দেখে এমন দশা হয়েছে তোমার। না জানি দেখিলে হতো কি মত প্রকার॥ কেমনে দুজনে যাব হয়ে জেতে নারী। বিদেশেতে কুলবালা হয়ে যেতে নারী॥ যদ্যপি যাইতে তব একান্ত মনন। পুরুষের বেশে চল করিব গমন॥ এই পরামর্শ দোঁহে নিশ্চয় করিয়া। পুরুষের বেশভূষা আনন্দে ধরিয়া॥ মনোহরা মনোহর হইয়া তখন। অঙ্গুরীকে দোঁহে করে সুনো ভ্রমণ॥ নানা দেশবিদেশে করিয়া পর্য্যটন। শেষে এক নগরেতে করিল গমন॥ অধিক আশ্চর্য্য দেখে আসি সেই রাজ্য। গৌরবাদ্য বিনা কেহ নাহি অন্য কার্য্য॥ তাহা হেরি বকাওলি আলি প্রতি কয়। ভ্রমিলাম অনেক দোঁহে নানা দেশচয়॥ কোথাও না হেরিলাম এমন ব্যাপার। জানিলেম তথা ভাল উচিত ইহার। সখী সহ এই যুক্তি করি নির্দ্ধারিত শঙ্করের,

প্রান্তভাগে হৈল উপনীত ॥ ক্রমে ক্রমে নগরেতে করিয়া প্রবেশ । নাগরীয় প্রজাগণে জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥ কিবা চমৎকার হেরি আসি এ শহরে । সদানন্দ গানবাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে ॥ বালক বৃদ্ধ যুবাদি আছে যত জন । আহ্লাদ সাগরে মগ্ন আছে জনে জন ॥ নগরের কিবা নাম কি নাম রাজার । কি কারণে অহরহ এই ব্যবহার ॥ শুনি প্রজাগণ কহে কর প্রবিধান । খ্যাতি আছে এই দেশ নামে শর্কস্তান ॥ জৈনলমলুক হয় নৃপতির নাম । ভূপতির চারি পুত্র অতি গুণধাম ॥ দৈবযোগে অন্ধ হয়েছিলেন রাজন । তাহে অতি মানমতি হয়ে পুত্রগণ ॥ চারি জনে কতদিনে ভ্রমি নানা দেশ । বকাওলি পুষ্প আনি করেছে বিশেষ । তারা চক্ষু পেয়ে রাজা আনন্দ অপার । স্বরাজ্য ব্যাপিয়া আজ্ঞা করিল প্রচার ॥ রাজ্যের মধ্যেতে আছে যত প্রজাগণ । বর্ষাবধি সদানন্দে রবে সর্ব্ব জন ॥ ইহাতে প্রজার যত কার্য্য ব্যয় হবে । অনিবার রাজার ভাণ্ডারহতে লবে ॥ সেই হেতু নগরেতে সদা নৃত্যগীত । নগরীয় প্রজা যত পুলকে পূর্ণিত ॥ এ সব বৃত্তান্ত শুনি নৃপতির সুতা । অকূলে পাইল কুল মনে হর্ষযুতা ॥ সখীরে সন্তাষ ভাবে সহাস্যবয়ানে । বিবি সানুকূল হয়ে দিলেন সন্ধান ॥ ত্বরায় চলহ যাই ভূপের ভবন । রাজপুত্রগণে হেরি স্থির করি মন ॥ এতবলি নৃপবালা সখীর সহিত । রাজার নিকটে আসি হইল উপনীত ॥ রীতিমত প্রণিপাত করিয়া চরণে । করযোড়ে দাণ্ডাইয়া কহে দুই জনে ॥ পশ্চিম প্রদেশে হয় আমাদের বাস । চাকরী করিতে মনে আছে অভিলাষ ॥ যদ্যপি সদয় হয়ে করেন নিযুক্ত । আমারা সকল কর্ম্মে হই উপযুক্ত ॥ শুনিয়া মিনতি রাজা করিয়া বিশ্বাস । রূপে মুগ্ধ হয়ে দোঁহে করেন আশ্বাস ॥ আমার নিকটে রবে থাকি দুই জন । যথাযোগ্য মাসে মাসে পাইবে বেতন ॥ অন্য কোন কর্ম্ম আর করিতে না হবে ।

দুঃখ সব ।। করো না ছলনা বল না কি করি । সহে না যাতনা ভাবনাতে মরি ।। কেমনে সে জনে বল পাব কবে । বিদেশে কি শেষে কোথা সার হবে ।। শুনি সখী কহে পাবে সেই জনে । থাক এখানেতে স্থির করি মনে ।। সদা উমাচরণেতে রাখ মন । তব কর্ম্ম তবে হইবে সাধন ।।

অথ তাজলমলুকের আম্বারা এবং মহমুদার সহিত স্বদেশ গমন ও গাড়ী প্রস্তুত করণ ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । এইরূপ বকাবলি, ছদ্মবেশে নৃপে ছলি, রহিলেন হইয়া গোপন । মনে এই অভিলাষ, কবে পূর্ণ হবে আশ, আশা পথ করে নিরীক্ষণ ।। এখানেতে যুবরাজ, ত্যজিয়া যোগীর সাজ, আম্বারার নিকটে আসিয়া । কহে সব বিবরণ, যেইরূপে পুষ্প ধন, ভ্রাতৃগণে দিলেন ছলিয়া ।। দেশে যাইবার তরে, সচেষ্ট হইয়া পরে, প্রেয়সী-গণেরে ভাষি কয় । এই অভিপ্রায় মনে, তোমাদের দুই জনে, লয়ে যাব আপন আলয় ।। শুনিয়া সুন্দরীগণ, প্রফুল্ল হয়ে তখন, বলে নাথ তবাধিনী হই । তব প্রতি দেহ মন, করিয়াছি সমর্পণ, তব ইচ্ছা ছাড়া কভু নই ।। তব সুখে হই-সুখী তব দুঃখে হই দুঃখী, আছে মাত্র কায়ার প্রভেদ । তবে যেই অনুমতি, সেই আমাদের গতি, প্রাণ দিতে নাহি করি খেদ ।। বুঝিয়া নারীর মন, পরে নৃপতি নন্দন, ভৃত্য-গণে করিল আদেশ । কর সব আয়োজন, আছে কিছু প্রয়োজন, যাইতে হইবে নিজদেশ ।। আজ্ঞামাত্র ভৃত্য সবে, ত্বরান্বিত হয়ে তবে, জাহাজাদি আনয়ে তখন । বজরা পিনাশ কোটী, জাহাজের সঙ্গে যোটে, ভাউলে পানসি

জগণন ॥ মাতঙ্গ তুরঙ্গ কত, গাড়ি পাল্কি শত শত, আয়োরা ভবনে যত ছিল। মণিমুক্তা আদি ধন, করিয়া অতিযতন, ক্রমে সব জাহাজে তুলিল ॥ শুভ ক্ষণ করি স্থির, মনের আনন্দে বীর, দুই নারী সঙ্গেতে লইয়া। আয়োরার সহ বাসী, লয়ে যত দাস দাসী, জাহাজেতে উঠিলেন গিয়া ॥ অনিবার উঠে রোল, কি কব তাহার গোল, চলে অতি হয়ে বেগবান ॥ ছাড়াইয়া কত দেশ, আসি তবে অবশেষ, উপনীত হৈল শর্কস্তান ॥ তথা আসি নিজ ধাম, তটে উঠি গুণধাম, কহিলেন নাবিক সকলে। যাব আমি কোনস্থানে, রহ সবে সাবধানে, যদবধি না আসি এ স্থলে ॥ সবে বলি এ ভারতী, পরে রাজার সন্ততি, গিয়া কানন বিপুলে। অতি করি অন্বেষণ, হয়ে অতি কষ্ট মন, উত্তরিল [illegible] চুলে ॥ তখনি [illegible], দশ দিক অন্ধকার, করি এবে [illegible] সুন্দরী। [illegible] দৈত্য, বলে শুন নৃপাপত্য, কি করিব কর অনুমতি ॥ তাজলমলুকয়, শুন কহি সুনিশ্চয়, মম এই আছে অভিলাষ। বকাঅলি সম তুল্য, উদ্যান কর অমূল্য, সেইরূপ নির্ম্মাও সকাশ ॥ সেইরূপ বৃক্ষশোভা, পশুপক্ষি মনোলোভা, সরোবর হবে নির্ম্মাইতে। শুনি যত দৈত্যগণে, দশ দিগে জনে জনে, গেল দ্রব্য যোটনা করিতে ॥ স্বর্ণখনে কোন জনে, কেহ মুক্তা অন্বেষণে, কেহ গেল আনিবারে মণি। জিনিয়া মনের গতি, যেয়ে [illegible] অতি সত্ত্ব দ্রব্য আনিল অমনি ॥ ভ্রমি নানা উপবন, আনি নানা বৃক্ষগণ, উদ্যানেতে করিল রোপণ। যত গেল চতুর্ভিত, সুবর্ণে করে নির্ম্মিত, সেইরূপ সেতের গঠন ॥ তার মধ্যে সে প্রকার, গড়িল সুন্দরাকার, মণি মুক্তা প্রবালে খচিত। সেই রূপ মনোহর, মধ্যে শোভে সরোবর, হংসহংসী নীরে শোভান্বিত ॥ সেই মত পশু যত, পক্ষিগণ নানামত, আনিয়া রাখিল শোভা করি। এরূপ হৈল নির্ম্মাণ, [illegible] না।

হয় জ্ঞান, হেরিলে মনেরে লয় হরি।। পরে স্থানে স্থানে কত, নিকেতন অবিরত, দৈত্যগণে নির্ম্মিল নগর। প্রস্তরে নির্ম্মিত পথ, শ্বেত পীত নানা মত, হরিলের প্রকাণ্ড শহর।। কর্ম্ম শেষ হইলে পরে, তারি যত দৈত্যবরে, রাজপুত্র দিলেন বিদায়। মনে হয়ে হরষিত, নৃপসুত ত্বরান্বিত, তাহাদের সমীপেতে যায়।। যত লোক ছিল সঙ্গে, সকলে লইয়া রঙ্গে, চলিলেন অতিনবালয়। সঙ্গে যত সহচরে, মঙ্গল আচার করে, সর্ব্ব দ্রব্য সঙ্গে করি লয়।। অন্তরে হয়ে উল্লাস, রাখিয়ে আপন বাস, মহাসুখে বঞ্চয়ে তথায়। এই চিন্তা সদান্তরে, প্রজা নাহি এ নগরে, কি করিব ইহার উপায়।। এত ভাবি মনে মনে, আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে, প্রচারকরিতে স্থলে স্থলে। এই রাজ্যে যত জন, প্রজা হইবে স্থাপন, নানা ধন দিব সে সকলে।। নিস্থরে করিবে বাস, না থাকিবে কোনত্রাস, বাস স্থান পাবে মনোনীত। মিত্র আসিয়া নিকটে, কহে পরামর্শ বটে, নূতন রাজার এই নীত।।

অথ রাজপুত্রের নূতন নগরে প্রজার বসতি।

পয়ার। শর্কস্তান অধিবাসি দুঃখিত জন যত। সেই বনে আসি কাষ্ঠ কাটে অবিরত।। বিক্রয় করিয়া পরে কইয়া নগর। তাহে পরিবার সহ দিন পাত করে।। কুমারের এক জন ভৃত্য এক দিন। সে সবার কাছেতে আসিয়া দৈবাধীন।। কহে কি কারণ কর এ প্রকার ক্লেশ। বাহা বলি কর না রাজের দুঃখক্লেশ।। আমাদের ভূপতির নগরে আসিয়া। সুখে বাস কর সব দুঃখ বিনাশিয়া।। নৃপতির অনুমতি আছয়ে প্রকাশ। নানা ধন পাবে রাজ্যে যে করিবে বাস।। ধনতির পুহ পাবে অতি মনোহর। সুখেতে করিবে

দান নাহি বিবাকার ।। শুনি কাঠুরিয়া গণ কহিছে হাসিয়া ।
চিরদিন কাষ্ঠ কাটি এ বনে আসিয়া । চাক্ষুষ যাউক দূরে
কর্ণে শুনি নাই। বন মধ্যে বাস কিম্বা প্রজা আছে ভাই ।।
ভাবে বোঝা যায় এটা হইবে পাগল । এসেছে অরণ্যে রাজ্যে
নাহি পায়ে স্থল ।। ভৃত্য কহে দিনে তার বাতুলের ক্রম ।
প্রত্যক্ষে দেখিলে সব ঘুচিবেক ভ্রম ।। অতএব এসো সবে
আমার সহিত । কেন অনর্থক বল হতেছ ভাবিত ।। কাঠুরিয়া
মধ্যে কেহ সাহসী আছিল । সকলে প্রবোধি সেই কহিতে
লাগিল ।। চলহ কি ভয় সবে যাই দেখিবারে । এ বেটা এ-
কেলা বল কি করিতে পারে । এত বলি অস্ত্র আদি লইয়া
সকলে ।। ভৃত্যে অগ্রসর করি পিছে পিছে চলে ।। দূর হতে
পুরী [illegible] করি নিরীক্ষণ । দেখে যেন এক স্থানে কতেক ত-
পন ।। পরস্পর কহে ভয়ে [illegible] । আলোয় জ্বলিছে
ঐই পলাও পলাও ।। ভৃত্য কহে [illegible] বুদ্ধি হারায়েছে ভয়ে ।
দিবসে দেখিছ তাই [illegible] ।। ঐই দেখ আমাদের
ভূপতি তনয় । দীপ্তিমান [illegible] কিরণ ।। শুনিয়া
সকলে তবে পরিহরি ভয় । কুমার সমীপে গিয়া উপস্থিত
হয় ।। হেরি নৃপসুত হয়ে হরষিত [illegible] প্রত্যেকে অনেক
ধন করিল অর্পণ । পরে যত পুরী [illegible] প্রজার কারণ । স-
কলে কহেন তাহে হইতে স্থাপন ।। কুমারের আজ্ঞা শুনি
কাঠুরিয়াগণ । কর যোড় হয়ে সবে [illegible] নিবেদন ।। কন্যা
পুত্র দারা আদি আছয়ে যেখানে । [illegible] হলে সে সকল
আনি এই স্থানে ।। এত বলি [illegible] সবার । সত্বরে
আনিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে যায় ।। [illegible] কহিয়া
বিদেশবাসিনী লোকেতে [illegible] দেশ ।। [illegible]
নিত্য [illegible] প্রজাগণ । [illegible] তথা করে পলা-
য়ন ।। প্রজার [illegible] দেখি [illegible] কোতোয়াল । মনেতে ভাবয়ে
[illegible] ঘটিল জঞ্জাল ।। রাজার [illegible] দিয়া কহি সমাচার ।

পশ্চাৎ হউক যাহা ভাগ্যেতে আমার ॥ ইহা মনে ভাবি
রাজমন্ত্রী সন্নিধানে। জানাইল সবিশেষ বিহিত বিধানে ॥
শুনি মন্ত্রীবর তবে নিশাচরে কয়। প্রজাগণ যায় কোথা
জানহ নিশ্চয় ॥ ইহার তত্ত্ব নাহি জানিয়া কি রূপে। এই
সমাচার গিয়া জানাইব ভূপে ॥ অতএব কোতোয়াল এই
সে উচিত। জানিয়া আইস অগ্রে ইহার নিশ্চিত। মন্ত্রীবাক্যে
নিশাচর সন্ধান জানিয়া। অচক্ষে দেখিয়া আসে কাননেতে
গিয়া ॥ পর দিন আসি কহে শুন মন্ত্রীবর। আশ্চর্য্য হেরে-
ছি গিয়া অরণ্য ভিতর ॥ মনোহর উদ্যান এক সুবর্ণে রচিত
নানাবিধ বৃক্ষ তায় সুন্দর শোভিত ॥ তাহার মধ্যেতে এক
আছে নিকেতন। মণি মুক্তা মাণিক্যেতে হয়েছে শোভন ॥
চতুঃপার্শ্বে তার অতি অপূর্ব্ব শহর। স্থানে স্থানে কত শত
আগার সুন্দর ॥ না জানি কে আসি তথা করিলেন বাস।
অপরূপ অল্প কালে হয়েছে প্রকাশ ॥ প্রজাগণ এই রাজ্য
ত্যজিয়া সম্প্রতি। সেই স্থানে গিয়া সবে করিছে বসতি ॥
মন্ত্রী কহে আমি কিছু না বুঝি তদন্ত। অল্পদিনে কেবা
হেন হৈল ভাগ্যবন্ত ॥ নিশাচর কহে মন্ত্রী আশ্চর্য্য কেমনে।
ঈশ্বরের অসাধ্য কি আছে ত্রিভুবনে ॥ অপাঙ্গেতে ত্রিভুবন
যে জন সৃজিল। পবন তপন যার আজ্ঞা নিয়োজিল ॥ হ-
ইলে তাহার আজ্ঞা পুরুষ স্ত্রী হয়। রমণী পুরুষ হয় এ কথা
নিশ্চয় ॥ কোন তুচ্ছ তাঁর কাছে ইহা কোন ছার। কহি
শুন বলি এক প্রমাণ তাহার ॥ মন্ত্রী কহে কোতোয়াল বলহ
স্বরূপ। কেমনে রমণী হৈল পুরুষের রূপ ॥

তাহার, না হইল নিজ কাজ। কোতোয়াল কয়, শুন মহাশয় ঈশ্বরের এক রঙ্গ। [illegible] সার, কোন কর্ম তার, ত্রিলোকে অসাধ্য আছে। [illegible] মন্ত্রীবরে, পাঠাও সত্বরে, কহিতে ভূপের কাছে।

অ[illegible] মলুকের নিকট গমন।

[illegible] কথা মন্ত্রী শুনিয়া তখন। ভূপতির সমীপেতে করিল গমন॥ কোটাল আসিয়া তায় কহিল যেমন। যোড় করে নৃপবরে করে নিবেদন॥ নগরের প্রান্ত ভাগে নিবিড় কানন। তাহে নির্ম্মিয়াছে কেবা অপূর্ব্ব ভবন॥ কানন কাটিয়া সব করেছে নগর। রাজ্য ত্যজি প্রজাবর্গ গেতেছে বিস্তর॥ শুনিয়া ভূপতি অতি ভাবিত অন্তরে। জানিয়া আসিতে আজ্ঞা দিল মন্ত্রীবরে॥ কেবা আসি মম রাজ্যে [illegible] বাস। বিশেষ জানহ তার কিবা অভিলাষ॥ এ রাজ্যে আইল কেন কিবা তার নাম। প্রজা ভাবে রবে কিবা করিবে সংগ্রাম॥ শুনি মন্ত্রী বহু সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া। আপনি চলিল তথা সসজ্জ হইয়া॥ তাজলমলুক আছে সভায় বসিয়া। এমন সময়ে মন্ত্রী উত্তরিল গিয়া॥ পিতার প্রধান মন্ত্রী কুমার জানিয়া। বসাইল সমাদরে সভায় লইয়া॥ মিষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসিল রাজার কুশল। মন্ত্রী বলে ভূপতির সমস্ত মঙ্গল॥ তদন্তর তাজলমলুকে মন্ত্রীবর। জিজ্ঞাসিল পরিচয় যুড়ি দুই কর॥ রাজপুত্র কহিলেন পশ্চিমে নিবাস। আসিয়াছি এখানে হইবে এক মাস॥ রাজার আশ্রিত প্রজা আমরা নিশ্চয়। তাহার রাজ্যেতে আসি লয়েছি আশ্রয়॥ প্রীত পাইলাম বড় তব আগমনে। কিন্তু এক বাসনা আছয়ে মম মনে॥ যদ্যপি রাজন কৃপা করি বিতরণ। বারেক করেন মমালয়ে পদার্পণ॥ মনের মানস

স্তবে পরিপূর্ণ হয়। অনন্য সকল হয় নাহিক সংশয়॥ তৎ-পরে মন্ত্রীবরে তুষ্টির কারণ। দিলেক অনেক ধন রাজার নন্দন॥ রাজায় ভেটিতে দ্রব্য করিল প্রস্তুত। উষ্ট্র অশ্ব রথ গজ সহিত মাহুত॥ রজত কাঞ্চন মণি মুকুতা মাণিক। নানা বিধ রত্ন দিল বর্ণিতে অধিক॥ নিমন্ত্রণ পত্র এক রাজায় লিখিয়া। মন্ত্রীর সঙ্গেতে দূত দিল পাঠাইয়া॥ রাজার নিকটে মন্ত্রী করিল গমন। গেল রঙ্গে ছিল সঙ্গে যত সৈন্য-গণ॥ মন্ত্রী আসি নরবরে করে নিবেদন। শুন হে রাজন কহি যত বিবরণ॥ কাননে যাইয়া হেরিলাম চমৎকার। আশ্চর্য্য উদ্যান তাহে অপূর্ব্ব আগার॥ সুবর্ণে নির্ম্মিত সেই ভবন সুন্দর। তাহাতে জড়িত কত মণি মনোহর॥ তাহে স্মর প্রায় এক পুরুষ রতন। আমারে পাইয়া বহু করিল যতন॥ নানা উপহারে ভেট দিয়াছে বিস্তর। স্বর্ণ মণি মুক্তা আদি অমূল্য প্রস্তর॥ পরে নিমন্ত্রণ পত্র পড়িয়া রাজন। স্বীকৃত হইল তথা করিতে গমন॥ সখী সঙ্গে বকাঅলি ছদ্ম বেশে ছিল। পাত্র প্রমুখাৎ সব বৃত্তান্ত শুনিল॥ মনে মনে ভাবে ধনী এই চোর হবে। ধরিব তাহারে বিধি মিলাইবে কবে॥ অরণ্য কাটিয়া সব করেছে শহর। উদ্যান করিল শুনি অতি মনোহর॥ এমন ক্ষমতা তার যদি না হইতো। দুর্গম হইতে পুষ্প কেমনে আনিতো॥ কবে সেই চোরে ধরি পূর্ণ হবে আশ। কবে শুভদিন বিধি করিবে প্রকাশ॥ সখী বলে শুন ধনী চাহ সেই ধন। মন প্রাণ কৃষ্ণ প্রতি করহ অর্পণ॥

অথ রাজার তাজলমলুকের বাটী গমন এবং পিতা পুত্রে পরিচয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী। পরদিন প্রাতঃকালে, আজ্ঞা দিল মন্ত্রী

পালে সভাজন ডাকিয়া সবারে। সকলে প্রস্তুত হও, সেনা
দল সঙ্গে লও, যাব নিমন্ত্রণ রাখিবারে ॥ আজ্ঞাপাত্র জন
গণ, করে সব আয়োজন, গজ বাজী সাজায় সত্বর, ঘোড়ি
পালকি অগণন, যাহে যত সভ্যজন, আরোহণ করিল কি-
ঙ্কর ॥ সিপাহি সাজন করে, দাঁড়াইল থরে থরে, মল্লগণ
পাগড়ি মাথে। পতাকা বিবিধ বর্ণে, কেবা সে সকল বর্ণে,
আশা সোঁটা হাতে হাতে ॥ বাদ্যোদ্যম মহারোল,
কত কাঁজরোল, সানাই রোসনচৌকি কত। ঘোর রব ভেরী
তুরী, মৃদঙ্গ বাজে ঝুঝুরী, ঢোল ঢোক শব্দ অবিরত ॥ অতি
উচ্চ রব করি, আরোহণ করি করী, আগে আগে চলিল কু-
ঞ্জরে। করি মহাঘোর রব, ধায় সেনাপতি সব, যেন যায়
সম্মুখে সমরে। পশ্চাতেতে বরবর, উঠি সুখাসনোপর,
বর বিবাহে গমন। চতুঃপার্শ্বে চারি জন, করে চামর
ব্যজন, মহানন্দে চলিল রাজন ॥ রাজপুত্র চারি জন, করি
তুরঙ্গে আরোহণ, নৃপ সঙ্গে গমন করিল। বকাঅলি সখী
সঙ্গে, ছদ্মবেশে ছিল রঙ্গে, নৃপতির পার্শ্বেতে চলিল ॥
এখানে রসিকরাজ, বসিয়াছে সভামাঝ, পাত্র মিত্র সভা
সদাজন। এমন সময়ে দূত, আসি হয়ে করযুত, কহিল রা-
জার আগমন ॥ শুনিয়া সত্বর হয়ে, আত্মগণ সঙ্গে লয়ে,
রাজপুত্র অগ্রসর হৈল। সকলে লয়ে সংহতি, সম্মান করিয়া
অতি, রাজার সভায় বসাইল ॥ জানিয়া আপন তাত, রাজ
পুত্র প্রণিপাত, ভূপতির চরণে করিল। ভূপ তাঁরে মনে
মনে, প্রশংসিল কি কারণে রাজ্য আমি সম্মান রাখিল ॥
উদ্যান নয়নে দেখি, বকাঅলি ভাবে একি, যমালয় কেমনে
পাইল। পুষ্প ছিল চুরি করি, তাহে না অধিক ডরি, সে উ-
দ্যান কেমনে আনিল ॥ সেই রূপ নিকেতন, মণি মাণিক্যে
রচন, সেই মনোহর সরোবর। এই রূপে মনে মনে, ভা-
বয়ে বিধুবদনে, বিস্ময় অন্তর। পরে লইয়া সবারে,

রাজার কনিষ্ঠ সুত, ছিল অতি গুণযুক্ত, তোমার সমান রূপবান। সেই রূপ কলেবর, তদ্রূপ মধুর স্বর, ভিন্ন নাহি হয় অনুমান॥ ইহা শুনি তৎক্ষণাৎ, রাজপুত্র প্রণিপাত, ভূপতির চরণে করিয়া। বিনয়ে কহে তুষানী, তব সে কুপুত্র আমি, অন্ধ হৈলা যাহারে হেরিয়া॥ আপন দুর্ভাগ্য জন্যে, সকল দুর্গতি কারণে, হয়ে তব সেবায় বঞ্চিত। তব পদে অনুক্ষণ, করি মন সমর্পণ, আশা বাঞ্ছা হইল পূরিত॥ শুনি ভূপ চমৎকার, চক্ষে বহে প্রেমধার, স্নেহে পুত্রে ক্রোড়েতে বসাইল। হেরি সভাস্থিত সিদ্ধ, সাক্ষ নত পাত্রমিত্র, চমৎকৃত হইয়া রহিল॥

অথ তাজলমলুকের ভ্রাতৃগণের স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অপমান হওয়া॥

পয়ার। মনানন্দে মহীপাল কহেন নন্দনে। ঐশ্বর্য্য হেরিয়া তব হর্ষ হৈল মনে॥ কেমনে নির্ম্মিলে এই সুন্দর ভবন। কি রূপে পাইলে এত মাণিক কাঞ্চন॥ পশ্চাতে শুনিব এ সকল আদি অন্ত। কহ বিভা করিয়াছ কিনা এপর্য্যন্ত॥ শুনি রাজপুত্র অতি সানন্দ অন্তরে। নিবেদিল নরবরে যুড়ি দুই করে॥ মন দুঃখে নিরন্তর ভ্রমি নানা দেশ। বিবাহ করেছি দুই নারী অবশেষ॥ শুনিয়া ভূপতি অতি পুলকে পূরিত। আজ্ঞা দিল পুত্রবধূ আনিতে ত্বরিত॥ হেরিয়া দোঁহার মুখ দূরে যাবে দুখ। অদ্য হইবেক পূর্ণ সংসারের সুখ॥ তাজলমলুক তবে অন্তঃপুরে গিয়া। কামিনীগণেরে ডাকি কহিছে হাসিয়া॥ পূর্ব্ব প্রিয়া তোমাদের হেরিতে নরেশ। লয়ে যেতে নিকটেতে করিল আদেশ॥ অতএব চল সবে যাইতে হইবে।

করিল প্রেরণ॥ সমাচার শুনি রাণী হয়ে হরষিত। তনয়ে দেখিতে তথা আইল ত্বরিত॥ রাজপুত্র মাতৃ পদে প্রণাম করিয়া। আদি অন্ত বিবরণ কহে বিবরিয়া॥ তদন্তর নরপতি হইয়া বিদায়। নিজালয়ে আইলেন লইয়া সবায়॥ বকাওলি সখী সহ করিয়া মন্ত্রণা। রাজার নিকটে গিয়া কহে দুই-জনা॥ বহুদিন দেশ ছাড়ি এসেছি এখানে। বাঞ্ছা হয় এক-বার যাইব স্বস্থানে॥ শুনিয়া ভূপতি হয়ে অতিম্লান অতি। স্বদেশে যাইতে দোঁহে দিল অনুমতি॥ অবিশ্রামে মায়া দেশ ছাড়ায়ে ত্বরিত। আপন উদ্যানে আসি হৈল উপনীত॥ হেরিয়া দোঁহারে পরে যত সখীগণ। মহানন্দে কোলাহল করে সর্ব্ব জন॥ বলে যবে গিয়াছিলা ছাড়িয়া সকলে। আশা পথ নিরীক্ষিয়া আছি এই স্থলে॥ না জানি কি জন্যে দোঁহে করিলা গমন। দিবানিশি চিন্তার্ণবে মগ্ন ছিল মন॥ অদ্য সুপ্রভাত হৈল ঘুচিল ভাবনা। ইহার বৃত্তান্ত এবে শুনিতে বাসনা॥ কথা শুনি বকাওলি সহাস্য বদন। সখী-গণে বিবরণ কহিল তখন॥ শুনি সবে চমৎকৃত হইয়া রহিল। চোরের কেমন রূপ জিজ্ঞাসা করিল॥ মিত্র কহে সখী-গণ শুন সাবধানে। রাজ কন্যা তার রূপ যে রূপ বাখানে॥

অথ বকাওলি কর্ত্তৃক তাজলমলুকের রূপ বর্ণন॥

রাগ মাল কোস তাল আড়া।

যে রূপ এসেছি হেরে কহিতে না পারি তায়।
মনেতে উদয় হলে জ্ঞানশূন্য হয় কায়॥
ব্যাপি এই ত্রিসংসার, তেমন না দেখি আর,
কি রূপ সে রূপ তার, বল সখী বলা যায়॥ যে
হেরেছে চন্দ্রনাগরে, প্রশংসে কি সুধাকরে,

কলঙ্কী যেমন ; মনে হয় অনুমান, হেরে তার সে বয়ান, শশী হয়্যা দশখান অভিমানে পলায়্যা যায় ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । কি কব স্বরূপ রূপ, সেরূপে নাহি স্বরূপ, কিরূপে কহিব অনুরূপ । সে রূপ যে রূপ বলে, নাহি হেরি মহীতলে, সে রূপ স্বরূপ অন্য রূপ ॥ কিবানন মনোহর, জিনি কোটি শশধর, চাঁচর কুন্তল শোভান্বিত । আঁখিদ্বিকে অপরূপ হেরে, কুরঙ্গে কি আর সহে, বনে গেল হইয়া লজ্জিত ॥ অতসী কুসুম জিনি, হারিয়া নাসার তিনি, মনদুঃখে হলেন নির্গন্ধ । নিম্ন ভাগে গোঁপভায়, মৃগচিহ্ন শোভা পায়, চন্দ্র বলি মকরীর দ্বন্দ্ব । কিবা ওষ্ঠাধর নব, জ্যোতি জিনি তপ্তস্বর্ণ, বিম্বফল রক্ত উৎপল । আহা সে দশন পাঁতি, জিনিয়া মুকুতা ভাতি, শুভ্র জিনি রজত উজ্জ্বল ॥ তাহার পাশেতে মিশি, রেখায় আছয়ে মিশি, যেন শশী মধ্যে নীলমণি । বুঝি বিধি নিজ করে, গঠেছে সে গুণ ধরে, মজাইতে কুলের রমণী ॥ কিবা আজানুলম্বিত, ভুজযুগ সুশোভিত, করে রক্ত পদ্ম শোভা করে । নাভি তার সরোবর, তাহে মৃণাল সুন্দর, রোমাবলি হৃদপদ্ম ধরে ॥ মধ্যদেশ কিবা সরু, অতি ডরেতে ডমরু, শরণ লইল হর কর । উরুর যে ছিল তুলা, করিকর মাঝে ধুলা, সারহীন রম্ভা তরুবর ॥ পদতল নিরমল, জিনি রক্ত শত দল, মনো-হর সুন্দর সে অঙ্গ । মিত্র কহে কামিনীর, হেরিলে কি প্রাণ স্থির, রতি ভ্রমে ভাবয়ে অনঙ্গ ॥

অথ বকাওলির প্রতি সখীগণের উক্তি ।

দীর্ঘ ত্রিপদী । রূপ শুনি সখীগণে আনন্দিত হয়ে

মনে, বলে ধন্যা রাজার নন্দিনী। হেন কর্ম্ম করিবার, আর
আছে সাধ্য কার, ভাগ্য বটে পেয়েছ সঙ্গিনী॥ দিয়া পুরু-
ষের বেশে, ভ্রমি নানা দেশে দেশে, মন চোরে পারবাক্ত
ধনী। সেই চোর অগ্রগণ্য, তাহে বলি ধন্য ধন্য, চোর নহে
চোর চূড়ামণি॥ যে কহিলা রূপ তার, সুঠাম সুন্দরাকার,
বোধ করি মনে বিচারিয়া। বুঝি নিজ করে বিধি, গঠেছে
সে গুণনিধি, বহু দিন বিরলে বসিয়া॥ কি গুণ দিয়াছে
তারে, কেহ না বুঝিতে পারে, অন্তরীক্ষে হরে লয় মন।
যতেক চাতুরী আছে, সব তুচ্ছ তার কাছে, কভু নাহি শু-
নেছি এমন॥ তারে হেরে কোন প্রাণে, ত্যজিয়া এলে এ-
খানে, কেমন কঠিন তব হিয়া। হেন রমণীরঞ্জন, রমণীর
ভাজন, পেয়ে নারী এলে কি ছাড়িয়া॥ যবে আনি সেই
জন, মিলাইব তব সনে, তবে দূরে যাবে মন দুঃখ। করিবে
নব রস কেলি, আমরা সকলে মেলি, গোপনেতে হেরিব
কৌতুক॥ যতনে আনিয়া তুলে, গোলাব সেঁউতি ফুলে,
জাতি যূথি বেল মল্লিকায়। মন মত গাঁথি মালা, পুরিয়া
স্বর্ণের থালা, আনন্দেতে সাজাব তোমায়॥ আনিয়া চুয়া
চন্দন, যুগলাঙ্গেতে লেপন, করিব সুগন্ধ নানা জাতি। না-
গরে লইয়া সবে, কৌতুক করিব কবে, পরিহাসে পোহাইব
রাতি॥ জ্বলন্ত যৌবনানল, সদা করিছে বিকল, শীতল হ-
ইবে বারি দানে। বৃথা ও সুন্দর অঙ্গ, না হইল পতি সঙ্গ,
অঙ্গ জারে অঙ্গহীন বাণে॥ সেই নব জলধর, বারি বর্ষে
নিরন্তর, শান্তির করিবে অন্তর। স্মরের শরের গর্ব্ব, স-
কলি করিলে খর্ব্ব, যাইবে যন্ত্রণা দুরন্তর॥ হইল এত বয়স,
যৌবন হতেছে শেষ, না জানিলে রতি সুখ লেশ। এ কালে
বিফলে গেলে, কিবা ফল পতি পেলে, হায় কিছু না বুঝি
বিশেষ॥ দীপ হইলে নির্ব্বাণ, করিলে হে তৈল দান, বল
তাহে কিবা ফলোদয়। জীবন রক্ষার হেতু, লোকেতে

অথ তাজলমলুকের পত্র প্রাপ্ত হওয়া ।

সুবদনী নাগরের বিশ্বাস কারণ । পত্র মধ্যে অঙ্গুরীয় করিল প্রেরণ ॥ সেমস্ত্র সখীরে ডাকি পত্র সমর্পিয়া । নাগর নিকটে দিল বিদায় করিয়া ॥ শূন্যভরে সেমনন্ধ সুশীঘ্র চলিল । শর্কস্তান শহরে ত্বরিত উত্তরিল ॥ পুষ্পোদ্যানে রণরাজ করিছে ভ্রমণ । বকাওলি জন্য সদা মন উচাটন ॥ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে মনোহর রূপ । শয়নে স্বপনে দেখে সে রূপ স্বরূপ ॥ পুষ্পের সৌগন্ধ্য তাহে মন্দ সমীরণ । অনঙ্গেতে অঙ্গ অতি হতেছে দাহন ॥ এমত কালেতে সখী সম্মুখে আসিয়া । রাজপুত্রে পত্র দিল সময় বুঝিয়া ॥ লিপি প্রাপ্তে রাজপুত্র অমনি খুলিল । তাহার মধ্যেতে নিজ অঙ্গুরী পাইল ॥ তদন্তর বিবরণ পড়িয়া কুমার । অন্তরে জ্বলিল আশা অগ্নি দুর্নিবার ॥ যদবধি ঘটনার না ছিল আশ্রায় । কেবল আছিল সদা ভাবনা অপার ॥ এবে আশা পেয়ে আর বিলম্ব না সহে । উচাটন মন হয়ে সখী প্রতি কহে ॥ শুন শুন সখী তুমি যাহ শীঘ্রগতি । রাজার কন্যায় কবে আমার মিনতি ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর পত্র দিব লিখে । যতনে দিবে পাতি প্রিয়া প্রাণাধিকে ॥ পরে পত্র লিখে শীঘ্র পরিরে অর্পিল । কামিনীর অঙ্গুরীয় পত্র মধ্যে দিল ॥ উপনীত হয়ে সখী বকাওলি বাসে । পত্র লয়ে দিল রাজ নন্দিনীর বাসে ॥ পত্রে অঙ্গুরীয় পেয়ে ধনী হৃষ্টমতি । কহিতেছে মিত্র পাঠ করলো যুবতী ॥

অথ রাজ পুত্রের পত্র।

দ র্পনে অতীত তব ও বিধু বয়ান।
কা মনে কুরঙ্গী করে কটাক্ষে পয়ান॥
অ ন্তরে আমার অন্ত আনন্দ অপার।
লি পির লিখনে মীন লোচন আমার।
দি বানিশি দহে দেহ দুঃখ দাবানলে।
বা সনা বারণ করি বারিধির জলে॥
নি শ্চয় নাশিব তায় নীরে নিমজ্জিয়া।
শি খাইব সন্তাপে সলিলে সমর্পিয়া॥
জা নি হে যৌবন তব জলধি জীবন।
দি য়া মগ্ন করি গাত্র জুড়াব জীবন॥
তে মন দুরায় হলে তাপেরে ধরিয়া।
ছে দি ছিন্নভিন্ন করি প্রেমছুরি দিয়া॥
ম ন্মথে মজেছে মন মত্ত হেরে ধন।
নে ত্রের নিতান্ত আশ নিত্য নিরীক্ষণ॥
আ নন মনেতে মাত্র মিলন সময়।
ত্র স্ত চেষ্টা কর হেরি পদাধর [illegible]॥

অথ বকাওলি দাসীকে রাজ পুত্রের নিকট পাঠান।

বিধুমুখী বিবরণ বিজ্ঞাত হইয়া। বিশেষ ব্যাকুলা হৈল বঁধুর লাগিয়া॥ মনে নাহি মানে মানা মিলনের তরে। কিঞ্চিৎ করেনা চিন্তা কি হইবে পরে॥ ত্বরান্বিত হয়ে তাম্ব-লায় ডাকে ধনী। আজ্ঞা মাত্র অবিলম্বে আইল অমনি॥ কর যোড় করি কহে কহ গো কুমারী॥ কি আজ্ঞা করিবা কর আছি আজ্ঞাকারি॥ ইন্দুমুখী ঈষৎ হাসি ইসারা করিয়া।

বিশেষ বৃত্তান্ত বলে বিরলে বসিয়া ।। জ্ঞান নাহি যেই জনে
জামাতা বলিয়া । করিলে কৌতুক কত কন্যা সমর্পিয়া ।।
মোহন মায়ায় মজে মুগ্ধ হয়ে মনে । মূষিকে মন্ত্রণা দিলে
মহীর খননে ।। সেই জন সঙ্গোপনে সদনে আনিয়া । মন্ত্র
করি গেছে মম মানসে হরিয়া ।। সেমন্ত্র সখীর সঙ্গে হয়ে
সাবধান । পুরুষের পরিবেশ করি পরিধান ।। নানাদেশ
নগরেতে ভ্রমি নিরন্তর । বর্ষাবধি বহু দুঃখ বণিতে বিস্তর ।
শর্কস্থান শহরেতে সখী সহ শেষ । যাইয়া একেক জনে ফি-
ক্ষা উদ্দেশ ।। পরম পুলক পেয়ে পুষ্পের সন্ধান । ধরিতে
সে চোরে ধরাপতি সন্নিধান ।। কিঙ্কর রূপেতে কাল করিয়া
ক্ষেপণ । প্রচুর প্রযত্নে পরে পেলেম সে জন ।। জানিত তা-
হার তত্ত্ব তাবৎ জানহ । তূর্ণ তারে আনি তবে তাপেতে তা-
রহ ।। শুনি সব সবিশেষ শিহরে হামলা । সাক্ষ্য তুরঙ্গে
দণ্ড নাহি দিলে বালা ।। জনরবে রাজা যদি জানিত এ সব ।
মম মন্ত্রণায় এলো উদ্যানে মাধব ।। তবে তাপে তৎক্ষণে
তীক্ষ্ণ তরোয়ারে । প্রাণ নিত প্রহরীর প্রতি পরিবারে ।।
নরেশ নন্দিনী নাহি করিলেন ক্রোধ । অন্তরেন আবশ্যক
রাখা অনুরোধ ।। দুর্গা বলি দৈত্য দ্বারা দ্বিধা করি দুর । প্র-
স্থান করিল পরে রাজপুত্র শূর ।। বিশেষ বৃত্তান্ত বালা যাহা
বলেছিল । নৃপতির নন্দনেরে সব নিবেদিল ।। শুনিয়া সা-
নন্দে শীঘ্র সম্রাট সন্তান । কৌতুকে করিল তার স্কন্ধেতে
উত্থান ।। বেগবান বায়ুবান সবতুল্য হয়ে । দৈত্যবর গেল
শীঘ্র রাজসুতে লয়ে ।। উত্তরিল উদ্যানেতে উত্তরে তখন ।
মিত্র বলে মহানন্দে করহ মিলন ।।

অথ রাজপুত্রের সহিত সখীগণের রহস্য।
রাগিণী ভৈরব। তাল কং।

এসোহে চতুর রাজ কি কায তোমার। চাতুরি করিয়া মন হর অবলার॥ এই সুরূপা লাবণ্য রূপসীর অগ্রগণ্য, ত্যজি হেন রত্ন কন্যা, চুরি কর হার॥

লঘুত্রিপদী। এখানে সুন্দরী, লয়ে সহচরী, আশাপথ চেয়েছিল। এমন সময়ে, রাজার তনয়ে, হামালা আনিয়া দিল॥ দেখি সুবদনী, উঠিয়া অমনি, লয়ে যত সখীগণে। মহা সমাদরে, রসিক নাগরে, বসাইল সিংহাসনে॥ সে মোহন রূপ, অনঙ্গ স্বরূপ, হেরি সহচরীগণ। মন্মথে মজিয়া মোহিত হইয়া, করে সবে নিরীক্ষণ॥ কন্যার সঙ্গিনী, যতেক রঙ্গিণী রঙ্গে করে পরিহাস। কতে যত্ন করি, পুষ্পচোরে ধরি পূর্ণ হলো অভিলাষ॥ কোন সখী কয়, এই মহাশয়, অক্রূ- রের চোর বটে। আর কোথা যাবে, আজি বোঝা যাবে, পেয়েছি [illegible] নিকটে॥ ঠাকুরঝির মন, করিয়া হরণ, গোপ- নে ভবনে গিয়া। সভয় অন্তরে, পাছে কেহ ধরে, আছিলেন লুকাইয়া॥ কহে অন্য জন, তার কি কারণ, আর কি চাতুরী সাজে। ঠাকুরঝি ইহার, করিবে বিচার, তাহে কেহ যুবরাজে [illegible] সত্বর, করিছে উত্তর, হয়ে প্রফুল্ল বদন। একি [illegible] রীত, এদেশের রীত, চোর বল কি কারণ॥ একি অবিচার, [illegible] সার, অনর্থক নিন্দা সবে কহি বিবরণ, শুন সর্ব জন, সন্দেহ যাইবে তবে॥ রাজার কন্যার, যে দিন [illegible], হেরিয়াছি একবার। তনু প্রাণ মন, করেছি অর্পণ, [illegible] মন লয়ে কার॥ রত্নহার আর সুরী, করি নাই চুরি, করিয়াছি বিনিময়। বরঞ্চ অন্তর, রাখিয়া অন্তর, যাইয়াছি নিজালয়॥

যদি বল ফুলে, লইয়াছি তুলে, তবে কি হইব তার। পুজার কারণ, কুসুম চয়ন, নাহি করে কে কোথায়॥ করিছ মন্ত্রণা, আমারে যন্ত্রণা, দিব রাজকন্যা পাশ। এত ভাগ্য বটে, কামিনী নিকটে, হইয়া রহিব দাস॥ এই সে উচিত, করিব ত্বরিত, যেমন আদেশ হবে। আছি উপস্থিত, যাহা মনোনীত, করুন এখন তবে॥ যত্নে কারাগারে, রাখিয়া আমারে, কটাক্ষে মারুন বাণ। প্রেম রজ্জু বেড়ি, দিয়া পদে বেড়ি, করুন দণ্ড প্রদান॥ কিঙ্কর হইলে, ক্ষমা নাহি দিলে, এই কোন ব্যবহার। চোর আমি নই, তাহে রসময়ী, করো না এ অবিচার॥ রাজার দুহিতা, হৈল হর্ষান্বিতা, বুঝিয়া রসিক বটে। হাসি কহে মিত্র, এ নহে বিচিত্র, সুজনে সুজন ঘটে॥

অথ বকাওলির সহিত রাজপুত্রের মাল্য বদল অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব বিবাহ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

মদনেরি সহায় তুমি হবে বুঝি প্রাণপ্রিয়ে।
তব অঙ্গে তার অস্ত্র আছে সব মিশাইয়ে॥
ভুরুযুগ শরাসন, অক্ষিবাণ সম্মোহন, কটাক্ষ শরতূণ, আছে সন্ধান পুরিয়ে। তব যুগ পয়োধর, মদনোন্মাদন শর, সদত করে জর্জ্জর, ধৈর্য্য নাহি ধরে হিয়ে। ওষ্ঠাধর হেরি প্রাণ, হয় এই অনুমান, হইবে হর্ষ বাণ, রুধিরাক্ত সেনা দিয়ে॥

চৌপদী। কামিনী নাগরে, পেয়ে অন্তঃপুরে, আনন্দ সাগরে, মগন হয়ে। বিভা কত ক্ষণে, হইবে দুজনে, এই

পরীর রাজার কন্যা, জগতে আছিলি ধন্যা। পরিহরি লাজ,
কেমনে এ কাজ, করিলি কিশের জন্যে॥ নির্জ্জনে করিয়া
প্রেম, পূর্ণ কর মনস্কাম। ধিক্ তোরে ধিক্, কি কব অধিক,
ডুবায়ে মজাইলি নাম॥ মানেতে পড়িল বজ্র, লাজ পাবে
মহারাজ। নাহি কহ বাণী, কেনে লো চণ্ডালি, চলালি প-
রীর মাঝ॥ সেই প্রলয়ের কাল, যদি শুনে মহীপাল। এ-
খানে আসিয়া, তোমারে নাশিয়া, ঘুচাবে সব জঞ্জাল॥ বলিব
কি হায় হায়, কেন প্রাণ নাহি যায়। আরে সখীগণ, তোরা
বা কেমন, নাহি বলিলি আমায়॥ সর্ব্বদা থাকিয়া সঙ্গে,
সকলে মাতিয়া রঙ্গে। ভাবিলি তখন, থাকিবে গোপন,
জানালি না এ প্রসঙ্গে॥ তোদের যেমন গুণ, দিয়া গালে
কালি চূণ। মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালি দিয়া, মুখেতে দিব
আগুণ॥ কি কব মনের খেদ, দেখে হয় মর্ম্ম ভেদ। রাগ
নাহি যায়, ধরিয়া সবায়, স্বহস্তে করিলে ছেদ॥ করেছ
যতেক সুখ, তারসম দিব দুঃখ। এ কর্ম্মের ফল, জানিবে সকল,
জন্মে না হেরিব মুখ॥ মন দুঃখ যাবে তবে, ভাল শাস্তি
দিব যবে। গাধা চড়াইয়া, ঢোল বাজাইয়া, শহরে ফিরাব
সবে॥ মিত্র কহে রাজরাণী, রাখহ আমার বাণী। করো না
প্রচার, কলঙ্ক তোমার, লোকে হবে জানাজানি॥

অথ রাজপুত্রের বিচ্ছেদে বকাঅলির খেদ।

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী। মাতার ভৎর্সনা শুনি ধনী, ধরা-
তলে পড়িল অমনি॥ লাজে দিয়ে জলাঞ্জলি, বিচ্ছেদ
অনলে জ্বলি, বলে কোথা গেলে গুণমণি॥ মাতা হয়ে কি
এই করিলে, মম প্রাণনাথে বিনাশিলে॥ নাথ যেই পথ
গামী, সেই পথে যাব আমি, তাতে হতে কন্যা হারাইলে॥
হায় হায়রে নির্ঠুর বিধি, প্রেমের [illegible] কি এই বিধি।

আর কত দিবি জ্বালা, কেমনে বাঁচিবে বালা, হারা হয়ে সেই গুণনিধি ॥ ওহে কোথা গেলে প্রাণনাথ, আমারে কর হে তব সাথ। কি দোষে দোষী ছিলাম, তাই কে হইলে বাম, কোথা গেলে ত্যজি অকস্মাৎ ॥ সে চাঁদ মুখে অমিয় হাসি, আর না হেরিবে এই দাসী। কি কায এ ছার প্রাণ, হলাহল করি পান, কিম্বা গলে তুলে দিব ফাঁসি ॥ জগজন রূপ শিরোমণি, সেই মনোচোর গুণমণি। সে ধন হারা হলে পরে, রবে না প্রাণ ধরে, কি রূপেতে বাঁচিবে রমণী ॥ দুখিনীরে বধিয়া নিতান্ত, যদি চলি যাবে ওহে কান্ত, একি তব ব্যবহার, প্রাণে নাহি সহে আর, প্রাণ পাই সইতে কৃতান্ত ॥ পূর্ব্বে যার করে কত মন্দ, আহা বলেছি করেছি দ্বন্দ্ব। তাহা বুঝি ছিল মনে, শোধ দিলে এই ক্ষণে, দশ দিগ করে গেলে অন্ধ ॥ ধনী নিরন্তর করে খেদ, শুনিয়া অন্তর হয় ভেদ। বলে বিধি নিদারুণ, অবলা করিতে খুন, কেন হেতু করিলি বিচ্ছেদ ॥ চক্ষে সদা অশ্রুধারা বহে, কখন না অচেতনে রহে। কভু সচেতন হয়, কভু মৌনে বসি রয়, নিজ মনেতে কত মত কহে ॥ হলো বালা পাগলিনী প্রায়, সখীগণ হেরিয়া উহায়। বদ্ধ করিবারে তারে, রাখিলেক কারাগারে, খেদে মিত্র কহে হায় হায় ॥

অথ তাজলমলুকের সমুদ্রে পতনান্তে অরণ্যে প্রবেশ ও পক্ষদ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়া।

[illegible] সাগরে, [illegible] প্রেয়সী বিচ্ছেদ বাণ।
প্রাণ পাই [illegible] কেমনে বাঁচিবে প্রাণ ॥

সমুদ্রেতে কি পাইব, পাইন্যু প্রাণ ত্যজিব,
যদি ছিল হেন মনে, হর কেন মোরে প্রাণ ॥

পাথার দুর্দ্দান্তের রাক্ষসী ফেলিল কুমারে। অমনি পড়িল এক অকূল পাথারে ॥ চৈতন্য পাইয়া পরে করে হাহাকার। বলে বিধি এ কি ছিল মনেতে তোমার ॥ কত দুঃখ দিয়া আগে মিলালে তাহায়। এখন হরিয়া নিলে হায় হায় হায় ॥ ক্ষণেক বিরহে যার হেরিতে প্রলয়। তাহার বিচ্ছেদ মম হৃদয়ে কি সয় ॥ আমারে আনিয়া হেথা কে-[illegible]লে জীবনে। সে ধন বিহীনে কেন রাখিলে জীবনে ॥ এইমত খেদ করে হইয়া ব্যাকুল। ভাসিয়া ভাসিয়া পরে পাইলেক কূল ॥ সবল হইল লাগি তপন কিরণ। উঠি শীঘ্র চতুঃপার্শ্বে করে নিরীক্ষণ ॥ নিবিড় বিপিন বিনা দৃষ্টি নাহি হয়। তাহাতে হইল অতি সভয় হৃদয় ॥ ভাবিয়া শেষেতে করি ঈশ্বর উদ্দেশ। রাজপুত্র অরণ্যেতে করিল প্রবেশ ॥ শাল তাল তমালাদি বৃক্ষ নানাজাতি। যাহার ছায়ায় সমভাব দিবারাতি ॥ নানা হিংস্রক জন্তু আছে সে কান্তারে। উল্লুক ভল্লুক ব্যাঘ্র মৃগ কৃষ্ণসার ॥ অহরহ সে সবার কঠোর গর্জ্জন। মহাভয়ঙ্কর শব্দে পূর্ণিত কানন ॥ নানা জাতি ফল বৃক্ষ ফলেতে শোভন। না জানি তাহার নাম কে করে বর্ণন ॥ সভয় অন্তর সদা ভাবে গুণমণি। তিমিরের বৃদ্ধি হেরি আসিল রজনী ॥ তদন্তর আহরণ করি বন ফল। আহার করিয়া কিছু হইল শীতল ॥ নিকটে পাইয়া এক বৃক্ষ দীর্ঘাকার। উঠিয়া রহিল তাহে রাজার কুমার। অর্দ্ধেক যামিনী হৈল বৃক্ষে গুণনিধি। ত্রাসে দ্রুত দ্রুত গতি কাঁপিতেছে হৃদি ॥ ইতিমধ্যে পবনের শব্দ ভয়ঙ্কর। অকস্মাৎ হৈল তাহে বলিতে বিস্তর ॥ এমন এক অজগর বিষম গর্জ্জন। সেই ঘোর শব্দ আর নিশ্বাস পবন ॥ ভূমেতে

আসিয়া অহি বৃক্ষের তলায়। মস্তক হইতে মণি রাখিল তথায়॥ মণির কিরণে যত পশু কাছে আসে। সকলে করয়ে গ্রাস টানিয়া নিশ্বাসে॥ সমুদ্রে রাখিল পরে করিয়া আহার॥ গলে মণি কণ্ঠমণি করিছে বিহার॥ পুনঃ যদি সর্পবর এখানে আইসে। লইব মাণিক তার অন্যথা নহিবে॥ যামিনী প্রভাতে বৃক্ষ হইতে নামিয়া। আনিল পঙ্কের তাল সিন্ধুতটে গিয়া॥ নিশিযোগে বৃক্ষে রাখে করিয়া যতন। আপনি রহিল অঙ্গ হইয়া গোপন॥ এমন সময়ে এলো সর্প ভয়ঙ্কর। রাখিল তথায় মণি কিরণে ভাস্কর॥ অমনি তখনি গুণমণি লক্ষ করি। ক্ষেপণ করিল পঙ্ক তাহার উ-পরি॥ সকাতরে সর্পবর না হেরিয়া মণি। কি কব আছিল এই মণিহারা ফণি॥ মণিশোকে সর্পরাজ শরীর ত্যজিল। হেরিয়া রাজার সুত নীচেতে আসিল॥ সর্প প্রতি এক দৃষ্টে করি নিরীক্ষণ। নিশ্চয় জানিল তার হয়েছে মরণ॥ নির্ভয়ে যাইয়া তবে মাণিক লইল। পরদিন অন্য বৃক্ষে উঠিয়া রহিল॥ তদন্তর কি কহিব আশ্চর্য্য কাহিনী। যখন হইল তথা অর্দ্ধেক যামিনী॥ দুই শুক পক্ষী সেই বৃক্ষের উপরে। দিবানিশি স্নেহে সুখে বাস করে॥ শাবক গণেতে দেবে জিজ্ঞাসে দোঁহায়। কি কারণে এ কাননে আছহ বৃথায়॥ উত্তম উত্তম বন আছে মহীতলে। এস্থান হইতে চল যাই সেই স্থলে॥ শুনিয়া হাসিয়া শুক দিতেছে উত্তর। এমনকানন নাহি ভারত ভিতর॥ অজ্ঞান শাবক শুন কারণ তাহার। আছে এক সরোবর পশ্চিমে ইহার। তাহার তটেতে একা আছে বৃক্ষবর। সে বৃক্ষের গুণ যত বর্ণিতে বিস্তর॥ দৈবে যদি হয় অস্ত্রে শরীর ছেদন। তার পত্র রসে সুস্থ হয় তত ক্ষণ॥ আর সেই পত্রে টুপি নির্ম্মি কোন জন। শিরের উপরে যদি করয়ে ধারণ॥ দেব নর রক্ষ যক্ষ দৃশ্য নাহি হয়। তথা তথা যেতে পারে নাহি

অথ তাজলমলুকের সরোবরে ডুব দিয়া নারীরূপ হওয়া।

এ প্রকারেতে এইরূপে রাজপুত্র বনেতে ভ্রমিয়া। তপন তাপেতে অতি পীড়িত হইয়া॥ ঊর্দ্ধহস্তে দেখে এক অপূর্ব্ব সরোবর। তাহার তটেতে কত বৃক্ষ ছায়াকর॥ ভাবিল এ স্থানে কিঞ্চিৎ স্নানাদি করিয়া। শান্তি দূর করি পরে যাইব উঠিয়া। এত ভাবি নৃপসুত নামিয়া তথায়। টুপি ছাড়ি আর রাখে বৃক্ষের তলায়॥ সরোবরে গিয়া গাত্র করিয়া মার্জ্জন। পরেতে দিলেক ডুব আনন্দিত মন। মস্তক তুলিয়া দৃষ্টি করে চমৎকার। সরোবর বৃক্ষ আদি নাহি কিছু আর॥ বিপর্য্যয় মাঠ এক শস্যেতে পূর্ণিত। হেরিয়া সে ভাব চিত্ত হৈল সশঙ্কিত॥ তখন নিজ অঙ্গ করে নিরীক্ষণ। দেখিল সকলি হয় নারীর লক্ষণ॥ কুচযুগ বক্ষস্থলে আছয়ে শোভন। শিরেতে সুদীর্ঘ কেশে কবরী বন্ধন॥ নানা আভরণ অঙ্গে অতি মনোহর। পরিধান নীলাম্বর দেখিতে সুন্দর॥ পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন হইয়া বর্জ্জিত। তৎপরিবর্ত্তে নারী অঙ্গ মনোনীত॥ এরূপ হেরিয়া তবে রাজার কুমার। বিস্ময় হইয়া চিন্তা করিছে অপার। পুনঃ যদি প্রিয়া সহ হয় দরশন। দুই রমণীতে তবে কি হবে তখন॥ এমন সময়ে দূরে হয় দরশন। অশ্বারোহী আসিতেছে পুরুষ এক জন॥ অল্প কাল মধ্যে সেই নিকটে আইল। রমণীর রূপ হেরি মোহিত হইল॥ অশ্ব হতে উত্তরিয়া করয়ে জিজ্ঞাসা। কে তুমি কাহার নারী কিবা তব আশা॥ এমন সুন্দরী সাহে এ নব যৌবন। বিশেষত অঙ্গে শোভে নানা আভরণ। এই মাঠে একাকিনী কিসের কারণ। মলিন বদন হয়ে করিছ ভ্রমণ॥ পতির সহিত বুঝি বিবাদ করিয়া। বিচ্ছেদ বাণেতে তারে এসেছ বধিয়া॥ কি জন্য পাইছ

দেশ ভ্রমণ করিছে। কিবা অভিপ্রায় তব আছে মনে মনে॥ প্রফুল্ল বদনে ধনী দেহ পরিচয়। আমারে জানিবা তব অধীন নিশ্চয়॥ এ কথা শুনিয়া ধনী ভাবিছে বিশেষ। না জানি অদৃষ্টে আর কি আছে শেষ॥ চিন্তিয়া মনেতে পরে দিতেছে উত্তর। আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর। সৌভাগের আধিক্যেশ জনক আমার। মম প্রতি স্নেহ যত কি কহিব আর॥ বাল্যাবধি সাথে সঙ্গে ভ্রমিতেন দেশ। দেবে এই দেশেতে আসি অবশেষ॥ তস্করে মারিয়া মোরে লইলেক ধন। পলায়ে এসেছি আমি লইয়া জীবন॥ একাকিনী এই মাঠে আমি নিরাশ্রয়। নাহি জানি কবে বিধি দিবেন আশ্রয়। শুনিয়া পথিক অতি হরষিত মন। কহে মম সঙ্গে চল কহিব পালন॥ যদ্যপি প্রসন্না হয়ে হও বালা মোর। তব পদে সমর্পির মন প্রাণ দেহ॥ রাখিব সুখেতে মম গৃহিণী করিয়া। চিন্তা কর বিধুমুখী কিসের লাগিয়া॥ এ কথা শুনিয়া রামা ভাবিল নিশ্চিত। ইহার সঙ্গেতে যাওয়া এখন উচিত। নাহি জানি পুন কিবা বি-পদ ঘটিবে। নারী হয়ে নিরাশ্রয় কভু না রহিবে॥ এই বিবেচনা করি সম্মতি হইল। উঠিয়া হাসিয়া তারে বরমাল্য দিল॥ পরেতে পথিক তারে তুলি অশ্বোপরে। মনানন্দে লয়ে গেল আপনার ঘরে॥ নিত্র কহিতেছে পূর্বে রমণী লইয়া। তাড়না করেছ কত নির্দয় হইয়া॥ তাহার উচিত ফল পাইলা এখন। নারী হয়ে নষ্ট কর ভ্রমণ কেমন॥

অথ রাজপুত্রের পুন বিকৃতাকার হওয়া এবং তদন্তর স্বীয় আকার প্রাপ্ত হওয়া॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল মধ্যমান ঠেকা॥

রমণী হইয়া কত লাঞ্ছনা যন্ত্রণা। না দেখি

উপায় কিছু কি করি মন্ত্রণা ॥ মনোনীত ছিল যত, সকলি হইল হত, আর বা বিধাতা কত, দিবেক লাঞ্ছনা ।

মিশ্র ত্রিপদী । এ প্রকারে রূপবতী, উপযুক্ত পেয়ে পতি, নিত্য সুখে বঞ্চয়ে সুজনী । রমণী হইয়া, পুরুষ চাহিয়া রতি সুখ পায় ধনী ॥ কিছু দিন এই মত, থাকে সদা সুখে রত, শেষে হৈল গর্ভের সঞ্চার । প্রসবের ভয়, মনেতে উদয়, ভাবনা হৈল অপার ॥ দশ মাস বহিভুতে, প্রসব হইল সুতে, দূরে গেল মনের হুতাশ । ভাবে অনুক্ষণ, কেমনে মোচন, পাইবা পুরুষ আশ ॥ সদা মনে চিন্তা করে এ দেশের সরোবরে, বুঝি হয় এ রূপ ঘটন । পরীক্ষা কারণ, নিত্যাবগাহন, করে সর্ব্বা দেখে বন ॥ পরে কোন হ্রদে গিয়া, এক দিন ডুব দিয়া, অপরূপ হৈল চমৎকার ॥ বিষম বিকৃতি, পুরুষ আকৃতি, নারীরূপ নাহি আর ॥ কৃষ্ণ বর্ণ দীর্ঘাকার, তাম্র বর্ণ কেশ তার, পরিধান কৃষ্ণবর্ণ বাস । ভয়ঙ্কর রূপ, দেখিতে বিরূপ, হেরিলে বাড়য়ে ত্রাস ॥ দেবে হয়ে এই বেশ, মনদুঃখে অবশেষ, বনমধ্যে করিল গমন । হেন সময়েতে, সেই অরণ্যেতে, নারী এলো এক জন । কি কব রূপের ছটা, শিরেতে শোভিত জটা, বিকট দশনা প্রাণহরা । নাসা বুঝি নাই, অঙ্গে উড়ে ছাই, ঊর্দ্ধ-কেশী ভয়ঙ্কর ॥ সঙ্গে পুত্র চতুষ্টয়, তর্জ্জন গর্জ্জনে কয়, বিরূপ কুমারে করে ধরি । তিন দিনাবধি, ভাবি নিরবধি, কোথা ছিলা ত্যাজ্য করি ॥ উপবাসী তিন দিন, ক্ষুধায় শরীর ক্ষীণ, বিশেষত, তব পুত্রগণে । ক্ষুধায় আকুলা, বেড়ায় কান্দিয়া, দিবানিশি বনে বনে ॥ ইহা শুনি রাজসুত, ভাবে কিবা অদ্ভুত, সৃষ্টি স্থিতি কারকের লীলা । এ কাল

ফৌজ রাজার॥ পত্র পাঠ মহীপতি হরিষ অন্তরে।
রাণীর নিকটে গিয়া কহিল সত্বরে॥ কন্যাগুলি জননী শুনিয়া বিবরণ। রুহাফজারে দেখিবারে করিতে গমন॥
ভূপতির নিকটেতে চাহে অনুমতি। যাইতে আদেশ তবে
দিল ক্ষিতিপতি॥ তত্ত্ব আদি বিবরণ শুনিয়া তখন। মাত্র
হইল মাতা সঙ্গে করিতে গমন॥ কন্যারে লইয়া সঙ্গে রাজার
রমণী। অন্তঃপুরে দুই জনে চলিল অমনি॥ ভগিনীও দেখি
আসি রুহাফজা সদনে। স্নেহেতে চুম্বিল রাণী কন্যার বদনে
আনন্দ সলিলধারা বহে দুনয়নে। ক্রোড়েতে করিয়া রাণী
জিজ্ঞাসে যতনে॥ কহ বাছা বিদেশেতে বিপাকে পড়িয়া
কেমনে আইলা পুন উদ্ধার হইয়া॥ রুহাফজা প্রণমিয়ে
রাণীর চরণে। কহিল বৃত্তান্ত যত ঘটেছে কাননে॥ কিন্তু
সেই উদ্ধারিয়া আনিল আলয়। না কহিল তাহার বিশেষ
পরিচয়॥ সেই দিন রাজরাণী রহিয়া তথায়। পর দিন
গৃহেতে চাহিল বিদায়॥ কৃতাঞ্জলি পুরঃসর রুহাফজা
সুন্দরী। মৃদু মৃদু স্বরে কয় কর যোড় করি॥ এক অভিলাষ
আমি করিয়াছি মনে। ভগ্নীরে রাখিয়া যাও আমার সদনে
দুইজনে দিবানিশি হাস্য পরিহাসে। একত্র থাকিলে দুঃখ
যাবে অনায়াসে॥ ভগিনীর দেখিয়াছে মন উচাটন। সদা
নানা ক্রীড়া রসে হইবে মোচন॥ শুনিয়া সম্মত হয়ে রাজার বনিতা। নিজালয়ে চলিলেন রাখিয়া দুহিতা॥ দুই
ভগ্নী একত্রেতে হইয়া মিলন। পরস্পরে করে সদা মিষ্ট
আলাপন॥ কথায় কথায় কহে রুহাফজা যুবতী। একি ভগ্নী
শুনি এক আশ্চর্য্য ভারতী॥ তুমি নাকি মনুষ্যেরে গোপনে
আনিয়া। যৌবন সঁপিয়া ছিলা প্রেমেতে মজিয়া॥ শুনি
কহে বিধুমুখী হেসে ক্রোড়ে করি। কোথায় শুনিলে ইহা
মরি মরি॥ কুলের কামিনী আমি রাজার নন্দিনী।
লজ্জা ত্যজেছি বা কেমনেতে সঙ্গিনী॥ দেখি নাই মনুষ্যের

কেমন আকার। দ্বিপদ কি চতুষ্পদ কিবা কি প্রকার॥ অবলে কিসে বলে [illegible] কিছু নাহি জানি। আপনার রীতি মত কহ [illegible] [illegible]। [illegible] প্রেমে তুমি হইয়া প্রবীণ। [illegible] পুরুষের প্রীত হয়েছ অধীনা॥ সেই হেতু বুঝি জানিতেছ [illegible]। তোমার ভাবের ভ্রান্তি নহি কদাচন॥ [illegible] কর ধনী যেন কত ছল, গোপন করিয়া যাবে সে জানে সকল॥

[illegible] তাজুলমলুকের সহিত বকাঅলির পুনর্মিলন।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

প্রেম বিচ্ছেদের পর মিলন হইলে পুন। তবে সে জানিতে পারে প্রেমেরি যত গুণ। [illegible] পাইলে সুখ অধিক হয় যতন বিচ্ছেদে পরে মিলন তেমতি জানিবে [illegible]।

[illegible] কামিনীর শুনি ছল কহে কুমার তখন। মনে মনে হাসি কহে মধুর বচন॥ তুমি ধন্যা রাজকন্যা ভুমান্যা হইয়া। কে জানে করিবে ক্রোধ রহস্য শুনিয়া। তুমি কুলবালা কিবা কলঙ্ক তোমার। যদি কিছু নাহি জান নরের আকার॥ সখী সহ উদ্যানেতে থাকহ সুরীতে। কেবা বলে মজিয়াছ নূতন পীরিতে॥ সবিশেষ জানি আমি তুমি যেই জন। নবীনা তো নহ তুমি প্রবীণা যেমন॥ পরিহাসে কেন কর ক্রোধের সঞ্চার। চল ভ্রমিবারে যাই উদ্যানে আমার॥ এত বলি দুই জনে হইয়া মিলন। হাস্য পরিহাসে করে উদ্যানে গমন॥ এখানেতে রসরাজ রমণী বিরহে। উদ্যানে একক

থাকি দুখানলেতে দহে। বকাঅলি বকাঅলি বিনা নাহি মুখে
নিরাধার নিরাধার চক্ষে বহে দুখে॥ কভু প্রিয়া প্রিয়া বলি
করয়ে রোদন। কভু ধরাতলে পড়ে হয়ে অচেতন॥ কখন
বা বলে বিধি সাধিলি কি বাদ। দিয়ে হরে নিয়া কেন
ঘটালি প্রমাদ॥ ইহা বলি মৃদুস্বরে করিছে ক্রন্দন। দৈবে
ধনী সেই ধ্বনি করিল শ্রবণ॥ সচঞ্চলা বিধুমুখী রুহাফজারে
কয়। কহ দিদি গৃহমধ্যে কিবা শব্দ হয়॥ শুনিয়া রুহাফজা
কহে শুন বিবরণ। যতনে করেছি এক মনুষ্য পালন॥ তুমি
ত ভগিনী কভু দেখ নাহি নর। যদ্যপি দেখিতে চাহ আইস
সত্বর॥ শুনি অতিব্যগ্র মতি হইয়া যুবতী। ভগ্নির সহিত
বালা ধায় শীঘ্রগতি॥ উপনীত হৈল যথা রাজার কুমার।
উভয়ে উভয়ে হেরে বহে প্রেমধার॥ অধীরা হইয়া ধীরা
লাজ পরিহরি। রোদনে হইল মগ্না কান্ত গলে ধরি॥ চির
দিন বিচ্ছেদেতে বিচ্ছেদ অনল। দুজনের হৃদয়েতে আছিল
প্রবল॥ নির্বাণ করিতে সেই বহ্নি দুর্নিবার। উথলিল
দোঁহাকার প্রেম নিধিবার॥ শোকানলে আঁখি জলে দিয়া
নিভাইয়া। পরস্পর অন্তর্বার দেয় গোহাইয়া॥ বিরহে
বিদীর্ণ তনু আছিল অকূলে। নাথে পেয়ে কুলবালা পাই-
লেক কূলে॥ রঙ্গ দেখি ব্যঙ্গ করে রুহাফজা তখন। তবে
নাকি নাহি জান মনুষ্য কেমন॥ কুলবালা হয়ে ভয় না
কর কিঞ্চিৎ। ধরিলেক নরের গলে এ কেমন রীত॥ অনু-
ভাবে নাহি বুঝি এই কোন ভাব। মনুষ্য সহিত করে করে-
ছিলা ভাব॥ শুনিয়া ঈষৎ হাসি সুবদনী কয়। হারায়ে
পেয়েছি মণি নাহি লজ্জা ভয়॥ যদি অনুকূলা হয়ে বাঁচাইলে
প্রাণ। তবে কেন হান আর বাক্য অগ্নিবাণ॥ কি রূপে
পাইলে কান্তে কহ বিবরণ। শুনিয়া সুস্থির করি চিন্তাযুক্ত
মন॥ রাজপুত্রে কহিবারে রুহাফজা কহিল। বল২ কামি-
নীর কিবা ঘটে ছিল॥ শুনি রসরাজ কহিলেন আদিঅন্ত।

সমুদ্রে পতনাবধি মিলন পর্য্যন্ত ॥ শুনি বিবরণ ধনী বিস্ময় অন্তরে। ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ করে ॥ বহু দিনান্তরে কান্তে পাইয় সুন্দরী। পরম কৌতুকে রঙ্গে সুখেতে শর্ব্বরী ॥ সপ্তাহ পর্য্যন্ত তবে ছিলেন রাজন। কন্যারে আনিতে দূত করিল প্রেরণ। শুনি বকাঅলি হয় মলিন বদন। কান্তেরে ত্যজিয়া যেতে নাহি সরে মন ॥ কুহাকুজা আসিয়া পরে বুঝায় তাহারে। কেন বিষাদিতা হও মিলাব তাহারে ॥ জনক জননী তব সম্মতি করিয়া। রাজপুত্র সঙ্গে তব পুন দিব বিয়া ॥ এত বলি ভগিনীরে বিদায় করিল। পুনর্ব্বার রাজপুত্র একাকী হইল ॥ কিছু দিনান্তরে তবে কুহাকুজা জননী। কুমারের মূর্ত্তি চিত্র করিয়া আপনি ॥ বকাঅলি মাতার নিকটে গিয়া রাণী। কহিতে লাগিল তবে সুমধুর বাণী ॥ শুন দিদি বকাঅলি হইল বয়স্থা। রাখি মেয়ে বিভা তার এ কোন ব্যবস্থা ॥ আমি এক পাইয়াছি কন্যাযোগ্য বর। পরম সুন্দর রূপ কিন্তু জাতি নর ॥ তাহার ক্ষমতা কত কহিব কি আর। রাক্ষসহস্তে মগ কন্যা করিল উদ্ধার ॥ বিক্রমে বিপুল সেই রাজার কুমার। ক্ষণেকে রাক্ষস কত করেছে সংহার ॥ এত বলি দেখাইল প্রতি মূর্ত্তি তার। হেরি মনোহর রূপ রাণী চমৎকার ॥ মনুষ্য বলিয়া আর না করিয়া মনে। জনকের স্থানে ছবি লয়ে দেখায় রাজনে ॥ হেরিয়া মূরতি মহীপতি হৃষ্ট মন। বিশেষে শুনিল তার ক্ষমতা যেমন ॥ কুমারে আনিল পরে পাঠাইয়া দূত। সুরূপ সে রূপ হেরি হর্ষযুত ॥ জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় জানিল রাজন। এ নহে সামান্য নর রাজার নন্দন ॥ তদন্তর বিবাহের করে আয়োজন। নিবন্ধ বলে এই উচিত এখন ॥

কবরী। আভরণ পরাইল অতি শোভা করি॥ নানাজাতি খাদ্য দ্রব্য করায় ভোজন। কন্যারে পাঠায় রাণী চুম্বিয়া বদন॥ জনক জননী পদে প্রণমি কামিনী। স্বামির সহিত গেল লইয়া সঙ্গিনী॥ শূন্য ভরে যায় সবে ত্যজি কত দেশ। কুমারের উদ্যানেতে উত্তরিল শেষ॥ সমাচার শুনি তবে আমারা রূপসী। হস্তেতে পাইল যেন গগণের শশী॥ সহচরী দারে ডাকি তবে সঙ্গেতে লইয়া। অগ্রসর হয়ে ধায় হর্ষিত হইয়া॥ নৃপসুত ভার্য্যাদ্বয়ে করি আলিঙ্গন। সুমধুর বচনেতে তুষিলেন মন॥ বকাওলি সহ পরে সাক্ষাৎ করায়। রূপ হেরি দোঁহে হয় পুত্তলিকা প্রায়॥ মনে ভাবে নাহি আর ইহার সমান। সবে লজ্জা দিতে বিধি করেছে নির্ম্মাণ॥ রতির সৌন্দর্য্যে ছিল অনঙ্গের গর্ব্ব। ইহারে সৃজিয়া বিধি করিয়াছে খর্ব্ব॥ পরেতে নৃপতি সুত লয়ে নারীগণ। নিত্য নব সুখে করে যামিনী বঞ্চন॥ মিত্র বলে বকাওলি নগরে পাইয়া। বাসবের সভা বুঝি গিয়াছ ভুলিয়া॥

অথ বকাওলি ইন্দ্রের সভায় গমনাগমন॥

রাগিণী ভূপালি তাল সুর ফাকতাল॥

কোথা বকাওলি তারে আন এইক্ষণ। এমন আস্পর্দ্ধা তার মনুষ্যে করে বরণ॥ অমরপুরে আমার বুঝি না আসিবে আর, কিসে করে অহঙ্কার, না বুঝি কারণ॥

পয়ার॥ এক দিন দেবরাজ অমর নগরে। সভায় বসিয়া সঙ্গে অনেক অমরে॥ বকাওলি নৃত্যকীরে হইল স্মরণ।

পরীগণে ডাকি জিজ্ঞাসেন ততক্ষণ॥ কহ কহ পরীগণ জিজ্ঞাসি সবায়। কি কারণে বকাঅলি না আসে সভায়। অধিক দিবস নিত্য দেখি নাই তায়। কি জন্যে সে কন্যা স্বর্গে নাহি আসে আর॥ শুনিয়া যতেক পরী কর যোড়ে কয়। কহিবারে পারি সত্য যদি আজ্ঞা হয়॥ সুরপতি অনুমতি দিলেন তখন। সম্মুখে যুবতীগণ করে নিবেদন। ধরাতলে ধরাপতি জৈনলমলুক। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র তাজ-লমলুক॥ সুন্দর পুরুষ তাহে হেরে বকাঅলি। বরিয়াছে নর কুলে দিয়া জলাঞ্জলি॥ তাহার প্রেমেতে মজে মত্ত অনিবার। স্বর্গের নৃত্যকী বলে মনে নাহি আর॥ শুনি সুরপতি ক্রোধে ধৈর্য্য নাহি ধরে। এখনি আনহ তারে বলি আজ্ঞা করে॥ অমনি তখনি ধায় পরী চারি জন। সিংহাসন লয়ে মর্ত্ত্যে করিল গমন॥ এখানে কান্তের ক্রোড়ে রসিকা কামিনী। মহাসুখে নিদ্রা যায় গভীরা যা-মিনী॥ এমন সময় শীঘ্র পরী চারি জন। আইল উদ্যান মধ্যে যথা নিকেতন॥ বকাঅলি পতি সহ ছিল যেই ঘরে। গবাক্ষের দ্বার দিয়া ডাকে মৃদুস্বরে॥ নিদ্রাভঙ্গ এ যুবতী জিজ্ঞাসে তখন। কেবা ডাকে কোথা হতে কহ বিবরণ॥ পরীগণ কহে ধনী এই কোন কায। প্রেমে মজে বুঝি পাসরিলে দেবরাজ॥ শীঘ্র চল ইন্দুমুখী ইন্দ্রের সভায়। তোমারে লইতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়॥ শুনি সভয়েতে অতি শিহরে যুবতী। কি জানি দেবেন্দ্র হয়েছেন ক্রোধমতি ধীরে ধীরে ধীরা পরে বাহিরে আইল। সাবধানে সিংহাসনে শীঘ্র আরোহিল॥ সিংহাসন লয়ে পরী উঠিল আকাশে। মারুত গমনে গেল বাসবের বাসে॥ যথা শচীপতি বসি লয়ে দেবগণ। উত্তরিল সেই স্থানে পরী পঞ্চজন॥ লোহিত লোচন ইন্দ্র কন্যারে হেরিয়া। অনলে নিক্ষেপ কর কহিল গর্জিয়া॥ আজ্ঞা মাত্র কন্যাকে ধরিয়া সবে মিলে। নিষ্ঠুর

কেবল তোমার গুণে প্রিয়ে স্বাধীনী হই ॥
তব মুখ সুধাকর, আমি হে চকর বর, তব
প্রেমে নিরন্তর, তাই বদ্ধ হয়ে রই। তব পী-
রিতে মন, মজিয়াছে হে এখন, পালিত
পাকি যেমন, যাহা বল তাহা কই ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। পর দিন গুণমণি, জাগিয়া রহে রজনী
ছল করি কপট নিদ্রায়। গভীর হইল সর্ব্বরী, পুর্ব্ব রূপ আসি
পরী, কামিনীরে সঙ্গে লয়ে যায় ॥ শিরে পরি পাগ তাজ,
সঙ্গোপনে যুবরাজ, সিংহাসন পার্শ্বেতে বসিল। কেহ না
দেখিতে পায়, কুমার বসিল তায়, পরীগণ লইয়া চলিল ॥
অতি শীঘ্র সমাদরে, উপনীত হইল পরে, স্বর্গপুরে যথা
শচীপতি। অগ্নি মধ্যে সে প্রকারে, ফেলিয়া দিল কন্যারে
হেরিয়া কুমার চিন্তামতি ॥ স্তব্ধ হয়ে ভাবে মনে, অগ্নি
মধ্যে কি কারণে, নিক্ষেপিল মম প্রাণপ্রিয়া। বিনা প্রাণ-
প্রিয় জন, জীবনে কি প্রয়োজন, ত্যজি প্রাণ অনলেতে
গিয়া ॥ হেন কালে বজ্রপাণি, অমৃত কুণ্ডের পানি, লইয়া
আনিয়া সেই স্থান। কৃপা করি ভস্মোপর, নিক্ষেপিয়া তদন্তর
করিল কন্যারে প্রাণদান ॥ প্রাণদানে কামিনীর, নাগর হইয়া
স্থির, সঙ্গোপনে সভায় চলিল। বকাওলি সজ্জা করি
সঙ্গে লয়ে সহচরী, সভামাঝে নৃত্য আরম্ভিল ॥ কভু সুমধুর
গানে, কভু কটাক্ষ সন্ধানে, কভু নৃত্য করি হরে মন।
মোহিত যত অমরে, অন্তরে নাহি ধৈর্য্য, ইন্দ্র মুখ পদ্ম করে
নিরীক্ষণ ॥ কিন্তু বাজনার দায়, গাহনায় নাহি হয়, বকাওলি
বিরক্তা অন্তরে। মর্ম্ম বুঝি রসময়, তবলা চাহিয়া লয়,
সাহিত্য করয়ে তদন্তরে। বাজনায় বিধুমুখী অধিক হইয়া
সুখী, নানারঙ্গে করে নৃত্য গান। দেবরাজ তুষ্ট হয়ে, পারি-
জাত মালা লয়ে, উভয়ের করিল সম্মান ॥ অবশান বিভা-

পরী, মনেতে জানি সুন্দরী, আরম্ভিল গাইতে ললিত। ইন্দ্র ভাব বুঝি পরে, গান ভাঙ্গিবার তরে, কামিনীরে করিল ইঙ্গিত॥ নাগরে না সহে ব্যাজ, শিরোপরি পরি তাজ, শীঘ্র সিংহাসনেতে বসিল। নৃত্য ভাঙ্গি শীঘ্রগতি, সখীসঙ্গে রসবতী অবিলম্বে তথায় আইল॥ যতেক বাহক পরী, লয়ে গেল ত্বরা করি, উত্তরিল দোঁহে নিজ ধাম। সঙ্গোপনে পুনর্ব্বার, গিয়া আপনার শয্যায়, ছলে নিদ্রা যায় গুণধাম॥ সুখেতে আসিয়া সতী, হেরিল আপন পতি, পরিয়াছে পারিজাত হার। সবিস্ময় রাজবালা, কোথায় পাইল মালা, নাহি বুঝি তদন্ত ইহার॥ ঠেলিয়া সুন্দরী কয়, উঠ উঠ রসময়, বলি শুন আছে প্রয়োজন। এ সুন্দর মালা নাথ, কোথা পেলে অকস্মাৎ, বল শুনি দিল কোন জন। নয়ন মার্জ্জিয়া করে, নাগর উঠিয়া পরে, কহে হয়ে সহাস্য বদন। কহ প্রিয়া কি প্রসঙ্গ, কেন কর নিদ্রাভঙ্গ, দেখিতে ছিলাম সুস্বপন॥ যেন তুমি স্বর্গে গিয়া, ইন্দ্রের সভায় প্রিয়া, নৃত্য গান করিতেছে রঙ্গে। আমি যেন সঙ্গোপনে, গিয়া তথা তব সনে, বাদ্য করিতেছি তব সঙ্গে॥ বাদ্য গানে তোষান্তর, তুষ্ট হয়ে পুরন্দর, উভয়ে দিলেন এই হার। এমন সময়ে প্রিয়া, তুমি নিকটে আসিয়া, নিদ্রাভঙ্গ করিলে আমার॥ চতুরা কামিনী শেষে, ছল জানিয়া উদ্দেশে, রাজপুত্রে কহিছে তখনি। তুমি হে চতুরসার, অধিনীরে কেন আর, বিড়ম্বনা কর গুণ-মণি॥ অমর নগরে গিয়া, আসিয়াছ হে দেখিয়া, তব জন্য কত পাই দুঃখ। করি দেহ দগ্ধানলে, কত লোকে কত বলে, পাসরি হেরিয়া তব মুখ॥ যথা গোলাব চয়নে, যে জন যায় কাননে, কণ্টকেতে নাহি ভীত হয়। সেই রূপ তব প্রেমে এ অধিনী কোন ক্রমে, নাহি করে যাতনার ভয়॥ কহ হে গুণময়, কি প্রকারে ইন্দ্রালয়, কার সঙ্গে করিয়া গমন। পাইয়াছ এই হার, বল সখা সারোদ্ধার, অবলারে

করো না গোপন ॥ শুনি তবে গুণবন্ত, প্রকাশিল আদিঅন্ত, শুনিয়া কাহিনী চমৎকার। কহে ধন্য রসরাজ, করিলে অদ্ভুত কায, ধন্য ধন্য ক্ষমতা তোমার॥ তব বাদ্যে সুরবর, তুষ্ট আছে ভবোপর, অতএব এই অভিপ্রায। কহি শুন বাবোদ্ধার, তোমায় হে পুনর্ব্বার, লয়ে যাব ইন্দ্রের নিবাস॥ তাঁহার গোচর করি, তোমারে আবার বরি এড়াইব দহনের দায়। সিদ্ধ কহে সমুচিত, হিতে হবে বিপরীত, শেষেতে করিবে হায় হায় ॥

অথ বকাঅলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক শাপ প্রাপ্ত হয়।

রাগিণী ভৈরবী তাল তেতালা।

কেনে বিধাতা প্রাণে না করিলি ক্ষয়। কি
জন্যে বিচ্ছেদ শূলে হানিলি হৃদয় ॥ যার
প্রেমে নিরন্তর, জড়াইয়ে আছি অন্তর, তাহার
বিচ্ছেদ শর, প্রাণেতে কি সয়॥

পয়ার। রাজপুত্র সহ ধনী মন্ত্রণা করিয়া। পরে নাশ গেল স্বর্গে নাথেরে লইয়া ॥ বাসবের সন্নিধান যাইয়া সুন্দরী। গল বস্ত্র হয়ে কহে কর যোড় করি। সঙ্গে আনিয়াছি এক বাদ্যকর উত্তম। সর্ব্ব যন্ত্রে যন্ত্রিবর গুণে নিরুপম॥ অতএব যদি আজ্ঞা কর দেবরাজ। সভাতে আসিয়া সে বাজায় পাখোয়াজ। শুনিয়া দেবেন্দ্র তাহে সম্মতি লইল। আজ্ঞামাত্র বিধুমুখী নৃত্য আরম্ভিল॥ পাখোয়াজ যুবরাজ সুসাজে বাজায়। তুষ্ট হয়ে দেবগণ প্রশংসে তাহায়॥ সে দিন কামিনী নৃত্য করে মন সাধে। হেরিয়া অমরবর্গ মগন আহ্লাদে॥ তুষ্ট হয়ে কামিনীরে কহে সুরপতি।

অথ [illegible] দ্বীপে গমন

এবং [illegible]র সহ সাক্ষাৎ।

রাগিণী [illegible] তাল মধ্যমান।

প্রেমোদয় হতে মন বিচ্ছেদ যে ভাল ছিল।
নব প্রেমে মজে পুন বিচ্ছেদ সার হইল ॥
বিবাদী হইয়ে বিধি, মথিল এ প্রেমনিধি,
লাইয়া বিচ্ছেদ বিষ, এ অধীনে পিয়াইল ॥

পয়ার। চতুর্থ দিবসে তবে নৃপতি তনয়। চেতন পাইয়া ভাবে হইয়া বিস্ময় ॥ কোথা বা সে প্রিয়তমা প্রাণের সমান। কোথা বা হেরিব পুন সে বিধু বয়ান ॥ ভাবিতে ভাবিতে হয়ে উন্মাদের প্রায়। বৃক্ষগণে জিজ্ঞাসয়ে প্রেয়সী কে থায় ॥ পশুপক্ষি আদি যে সম্মুখে যা পায়। কৃতাঞ্জলি পুরঃসর সকলে সুধায় ॥ যত্তপি দেখিয়া থাক প্রেয়সী আমার। অনুকূল হয়ে তবে কহ সমাচার। এইরূপে স্থানে স্থানে কাননে ভ্রমিয়া। এক সরোবর তটে উত্তরিল গিয়া ॥ নানাজাতি বৃক্ষ চতুর্দ্দিগে সুশোভিত। শ্বেত পীত প্রস্তরেতে সোপান নির্ম্মিত ॥ নির্ম্মল সলিলে ভাসে প্রফুল্ল কমল। মধুলোভে গুঞ্জরবে ভ্রমে ভৃঙ্গদল ॥ সে শোভা হেরিয়া তবে রাজার নন্দন। সোপান উপরে রহে হয়ে অচেতন ॥ হেন কালে সেই স্থলে পরী চারি জন। জল হেতু সবে করে আগমন ॥ তাজলমলুকে হেরি কহে [illegible]র। এই জন যেন বকাঅলির মাগার ॥ বকাঅলি নাম কর্ণে প্রবেশিল। অমনি কুমার ত্রস্ত উঠিয়া বসিল প্রিয়া কোথা কোথা বলি চারি পাশে চায়। দেখে পরীগণ আছে সলিল ক্রীড়ায়। বিনয়ে কামিনগণে কহিছে তখন।

ঘোড়া পিরিকাদি কিনিল বিস্তর। দাসদাসী কত জন রাখে তদন্তর॥ মিত্র মিত্য নিশাকালে নরেশ নন্দন। বনে বসিতার বাসে করয়ে বঞ্চন॥ এই রূপে কিছু কাল করিয়া যাপন। নগরীর লোক সঙ্গে হইল মিলন॥ অশ্বে আরোহণ করি সঙ্গে সহচর। প্রত্যহ ভ্রমণ করে নগর ভিতর॥ এ রূপেতে একাদশ বর্ষ হৈল গত। প্রিয়ার উদ্ধার জন্য ভাবে অবিরত॥ কুমারে একক দেখি মিত্রের ভাবনা। বিবাহের জন্য পুন করিছে ঘটনা॥

অথ তাজলমলুকের উপর রাজা চিত্রসেনের

কন্যা চিত্রবতীর আসক্ত হওয়া।

রাগিণী পলর তাল তিওট।

কেও যায় পরম সুন্দর। রমণী চকর জনা
এই বুঝি সুধাকর॥ যুবতীর মনধন,হরে শফরী
যেমন, খাইয়া লয় মরণ, ওর নাহি সরোবর॥

হ্রস্ব ত্রিপদী। এ রূপে নাগর, সঙ্গে সহচর, একদিন সজ্জা করি। নগর ভ্রমণে, যায় হৃষ্ট মনে, আরোহিয়া অশ্বোপরি॥ ভ্রমি নানা স্থান, করিল পয়ান, যথা রাজ নিকেতন। দেখে তথা গিয়া, জিজ্ঞাসে [illegible], সন্ন্যাসী কএক জন॥ সহচরগণ [illegible] তখন, বিশেষ করিয়া কয়। প্রেমের কারণ, এই কয় জন, দণ্ডধারী হয়ে রয়॥ চিত্র[illegible] নাম, রাজা গুণধাম, এ দেশের অধিপতি। তাহার দুহিতা,

অতি রূপান্বিতা, গমনে গজেন্দ্র গতি ॥ সে কন্যাস্বরূপ, নাহি হেরি রূপ, ত্রিজগতে যাহা আছে। মেনকাদি রতি, যত রূপবতী, বিরূপ তাহার কাছে ॥ হেরে সে কামিনী, কুরঙ্গ মোহিনী, যত রাজপুত্রগণ। মোহিত হইয়া, করিবারে বিয়া, করেছিল প্রাণপণ ॥ কিন্তু রসবতী, তাহাদের প্রতি, সম্মতি নাহি হইল। থেকে যত জন, ত্যজি রাজ্য ধন, সন্ন্যাসী হয়ে রহিল ॥ শুনি বিবরণ, রাজার নন্দন, স্থানান্তরে চলি যায়। গবাক্ষ হইতে, রাজার দুহিতে, দেখিতে পাইল তায় ॥ হেরি সুগঠন, মন উচাটন, কামিনী মোহিত হয়। সখীদের পাশে, গদগদ ভাষে, বিবরণ ধনী কয় ॥ হেরি ওইজন, পুরুষ রতন, মোহিত হয়েছে মন। শীঘ্রগতি যাও, উহারে সুধাও, কেবা কোথা নিকেতন ॥ সখীরা যাইয়া, বিনয় করিয়া, কহে শুন মহাশয়। কোথায় নিবাস, কর হে প্রকাশ, হেথা আছ কি আশয় ॥ কহ কি কারণ, কর নিরীক্ষণ, রাজার কন্যার প্রতি। যদি নারী গণ, হেরিত তখন, তবে কি হইত গতি ॥ শুনিয়া হাসিয়া, আশয় বুঝিয়া, কহিতেছে রসরাজ। তুমি যা বলিলে, যেন হে ছলিলে, এ নহে আমার কায ॥ মম বাস স্থান, নামে শর্কস্তান, তাজলমলুক নাম। ত্যজি নিজ ধাম, ভ্রমি অবিশ্রাম, সংসারেতে নাহি কাম ॥ সম্প্রতি এ দেশে, আসি অবশেষে, বাজারে করেছি বাসা। নাহি পরিবার, বৈরাগ্য আচার, করিতেছি ত্যজি আশা ॥ তোমারে যে জন, করেছে প্রেরণ, কহ গিয়া তার পাশ। শুন কহি সার, রমণীতে আর, নাহি মম অভিলাষ ॥ শুনি সখী কয়, শুন মহাশয়, একি পুরুষের রীত। কামিনী রতন, পুরুষ ভূষণ, ত্যাগ করা অনুচিত ॥ আলি এত বলি, দ্রুত যায় চলি, যথা আছে রাজসুতা। যতেক শুনিল, সব নিবেদিল, হইয়া প্রফুল্ল যুতা ॥ শুনিয়া অমনি, শশাঙ্কবদনী, মলিনা হইয়া

রহে। রূপ মনোহর, দহে নিরন্তর, অনলে যথা দহে॥ চত্বরের মাঝ, রাজার কুমার, নিত্য যায় সেই পথে। যত হেরে বালা, তত বাড়ে জ্বালা, অন্তর দহে সুখে॥ হেরিয়া চঞ্চলা, নির্ম্মলা চপলা, দুই সখী তদন্তর। রাণী কাছে গিয়া, কহে বিবরিয়া, যুগল করিয়া কর॥ সখীমুখে বাণী শুনি রাজরাণী, যাইয়া নৃপতি পাশে। যতেক কথন, করিল শ্রবণ, মৃদু২ ভাষে ভাষে॥ পূর্ব্বে কত বর, পরম সুন্দর, বিভা হেতু এসেছিল। তাহে চিত্রাবতী, হইয়া সম্মতি, বর মালা নাহি দিল॥ কিন্তু এইক্ষণে, হেরি সেই জনে, ইচ্ছা আছে বরিবার। যে রূপে তাহারে, পারি আনিবারে, কর তার প্রতিকার॥ রাণীর বচন, শুনিয়া রাজন, সত্বরে আসি সভায়। ঘটকে কহিয়া, দিল পাঠাইয়া, কুমার আছে যথায়॥ রাজার আজ্ঞায়, ঘটক ত্বরায়, রাজপুত্র কাছে গিয়া। রাজ অভিলাষ করিল প্রকাশ, সম্ভ্রমেতে বিবরিয়া॥ বিবাহে কুমার, না হৈল স্বীকার, ভাট গিয়া কহে ভূপে। শুনি নরবর, চিন্তিত অন্তর, বিবাহ হবে কি রূপে॥ রাজায় ভাবিত, হেরি ত্বরান্বিত, মন্ত্রী কর যোড়ে কয়। তাহারে স্বীকার, করাতে কি আর, আছে বল মহাশয়॥ কোন ছল করি, আনি তারে ধরি, বন্ধ কর কারাগারে। দায়েতে ঠেকিয়া, সম্মত হইয়া, বিবাহ করিতে পারে॥ শুনিয়া মন্ত্রণা, খাইল ভাবনা, কষ্টচিত্ত মহারাজ। মিত্রবর কয়, উচিত না হয়, মহতের এই কায॥

অথ রাজপুত্রের চিত্রাবতীর সহ বিবাহ।

রাগিণী রামকেলী তাল একতালা।

কহিব সজনী কারে। যে কষ্টে আমার মন

হেরিয়া উহারে ॥ যদি ও রূপরে পাই, হরে কুল নাহি চাই, ছাই দিয়ে চলে যাই, ম। বল আমারে। হেরে তার অঙ্গ ভঙ্গী, কে না হয় ও রঙ্গে রঙ্গী, যুক্তি করে সঙ্গে সঙ্গী, ধন্য হই এ সংসারে ॥

পয়ার। পূর্ব্বমত নিত্য নিত্য নৃপতিনন্দন। সঙ্গিগণে সঙ্গে করে নগরে ভ্রমণ ॥ কি কহিব দাত শক্তি না হয় বর্ণন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে করে সদা বিতরণ ॥ ক্রমে ক্রমে হৈল ব্যয় যত ধন ছিল। আত্ম পালনেতে শেষে অশক্ত হইল ॥ উরুকে মাণিক আছে হইল স্মরণ। অস্ত্রে ছেদি বাহির করিল তত ক্ষণ ॥ বিক্রয় করিতে লয়ে যাইল বাজারে। বণিক সন্দিগ্ধ করি লইতে না পারে ॥ বলে হেন ধন নাই রাজার ভাণ্ডারে। কোথায় পাইলে তুমি কহ আমারে ॥ এত বলি রাজায় দিলেক সমাচার। শুনিয়া নৃপতি হৈল আনন্দ অপার ॥ মনে ভাবে ছল পাইয়াছি এই বারে। করিব কুমারে অদ্য বদ্ধ কারাগারে ॥ ধরিয়া আনিতে কো-তোয়ালে আজ্ঞা দিল। আজ্ঞামাত্র নিশাচর তখনি আনিল ॥ রাজপুত্রে মহারাজ জিজ্ঞাসে তখন। কোথায় পাইলে এই অমূল্য রতন ॥ আমার সঙ্গেতে ছিল কহে রসময়। রাজা বলে চুরি করিয়াছ এ নিশ্চয় ॥ আপন নিকটে রাখি মাণিক রতন। কারাধ্যক্ষ প্রতি আজ্ঞা দিলেন রাজন ॥ যদবধি এই জন না করে স্বীকার। এ মাণিক চুরি করি আনিল কাহার ॥ তদবধি কারাগারে রাখ এই জন। দেখ যেন নাহি করে দেশে পলায়ন ॥ গোপনে কহিল রাজা কোটালে তখন। যতনে রাখিবে এই রাজার নন্দন ॥ উত্তম ওদন দিও করিতে ভোজন। সুকোমল শয্যা দিও করিতে শয়ন ॥ বিবাহ করিতে সদা দিনা পরামর্শ। দেখ যেন কোনক্রমে

না থাকে নিস্কর্ষ ॥ রাজার আদেশে রাজ তনয়ে লইয়া। সে রূপেতে রাখে কারা বন্ধন করিয়া ॥ নানাবিধ ভাল ভোগ সর্ব্বদা যোগায়। মন দুঃখে রাজপুত্র কিছু নাহি খায় ॥ দিবা নিশি বকাওলি জাগয়ে অন্তরে। সদা হাহাকার করে ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥ তিন দিন এই রূপ থাকে অনাহার। শরীর হইল শীর্ণ শক্তি নাহি আর ॥ কারাধ্যক্ষ নিত্য নিত্য আসিয়া তথায়। নৃপতিতনয়ে নানা প্রকারে বুঝায় ॥ প্রবোধ না মানে সদা মৌন ভাবে রহে। হেরি কারাধ্যক্ষ গিয়া নরবরে কহে ॥ শুনি মহীপতি ভেবে না পায় উপায়। কি রূপে বধিলে আর পরের বাছায়। একান্ত বিবাহে যদি না হৈল স্বীকার। মুক্ত করি দিব তারে কি করিব আর ॥ রাণীর নিকটে ডেকে কহে মহীপাল। রাজপুত্রে বদ্ধ করি ঘটিল জঞ্জাল ॥ কে জানে কি হেতু সেই না করে আহার। নিরাহার বর্জিয়া হয়েছে শীর্ণাকার ॥ কদাচিৎ বিবাহ করিতে নাহি চায়। অতএব কি করিব রাখিয়া তাহায় ॥ শুনিয়া কহিছে রাণী রাজার গোচর। আর এক পরামর্শ শুন নরবর ॥ তাহার নিকটে দিব পাঠায়ে কন্যারে। দেখি যদি মন তার নওয়াইতে পারে ॥ ভাল যুক্তি বলি রায় দিল তায় সায়। রাণী তবে সাজাইয়া কন্যায় পাঠায় ॥ নানা আভরণ অঙ্গ করিল উজ্জ্বল। চরণে অলক্ত দিল নয়নে কজ্জল। গৌর অঙ্গে নীলাম্বর দিল করি শোভা। দেখিতে সুন্দরী হৈল জগমন লোভা ॥ সুঠাম হইয়া রামা গজেন্দ্র গমনে। গেল কুমারের পাশে লয়ে সখীগণে ॥ নাগরের মন ধন করিতে হরণ। কোকিল জিনিয়া স্বরে কহিছে বচন ॥ ত্যজিয়া ... যুবরাজ কহি শুনহ। কামিনীরে কেন আর বঞ্চ পুনঃ ॥ আশাপথে যেই দিনে হেরেছি তোমায়। তখনি আনিয়ে মালা দিয়াছি গলায় ॥ তবে কেন কামিনীরে হও হে বিমুখ। আজ্ঞা কর পদ মাল্য দিব মহাশয় ॥ কামিনী কোমল ভাবে কুমারের

আছয়ে ইহার। নতুবা করিবে কেন এই ব্যবহার॥ নাগরের এই নীত জানি রাজসুতা। মনেই অনুমান থাকে দুঃখযুতা॥ লোক লাজ ভয়ে কিছু প্রকাশিতে নারে। অন্তরের শরের জ্বালা সহিতে না পারে॥ কি করিবে ভেবে কিছু না পায় উপায়। কান্দিয়া কামিনী নিত্য যামিনী পোহায়॥ তদন্তর রাণীকে কহিল সখীগণে। ঠাকুর জামাই রাত্রে না থাকে ভবনে॥ রাণী নরবরে তবে কহে বিবরণ। শুনিয়া সম্রাট আজ্ঞা দিল ততক্ষণ॥ জামাতা কোথায় নিত্য নিশি যোগে যান। তত্ত্ব জানি কবে মনে মম বিদ্যমান॥ ভিন্ন ভিন্ন পথে দূত কহিল নরেশে। প্রত্যহ রাজার পুত্র [illegible]॥ নিবিড় কানন মধ্যে আছয়ে মন্দির। তথা যায় নিশা [illegible] হইলে গভীর॥ শুনি দাসগণে আজ্ঞা দিলেন রাজন। মন্দির সহিত নাশ করহ কানন॥ দেখিব জামাতা কোথা যায় তদন্তর। মিত্র বলে কুমারের শাপে [illegible]॥

অথ কানন এবং মন্দির বিনাশ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, ভৃত্যগণ যায় ধেয়ে, বিপিন বিনাশ করিবার। নানাবিধ অস্ত্র লয়ে, চলিল একত্র হয়ে, গণনা করিতে সাধ্য কার॥ ক্রমে ক্রমে উপনীত, হৈল সবে হরান্বিত, কাননের নিকটে আসিয়া। দেখি বন ভয়ঙ্কর, কম্পান্বিত কলেবর, [illegible]॥ না জানি কি বুঝে রায়, পাঠায়ে দিল সবায়, বিনাশ করিতে এ কানন। দেখে ভয় হয় মনে, কেমনে কাটিব বনে, বুঝি সবে হারাই জীবন॥ শার্দ্দূলে করিবে নাশ, কিম্বা সর্পে করে গ্রাস, কিম্বা করী করিবে সংহার। যদি ফিরে যাই সবে, তবে নৃপ প্রাণ লবে, কোনমতে না দেখি নিস্তার॥ সবা মধ্যে কোন জন, কহে ভাব কি কারণ, নৃপ আজ্ঞা পা[illegible]

[illegible]বে। চাকরীর এই দায়, এখনি কহিব কায়, যদি প্রাণ
[illegible] যাইবে ॥ সকলেতে এ কথায়, সাহসেতে দিয়া সায়,
বিপিন কাটিতে আরম্ভিল। শুনি সেই মহাশব্দ, ব্যাঘ্র আদি
হয়ে স্তব্ধ, ভয়ে স্থানান্তরে পলাইল ॥ বনে যত বৃক্ষ ছিল,
ক্রমে ক্রমে বিনাশিল, তদন্তর হেরিল মন্দির। রুদ্ধ আছে
দ্বার তার, কিবা সাধ্য খুলিবার, ভেবে কিছু নাহি পায় স্থির ॥
সভয়েতে কেহ কয়, হবে বুঝি দেবালয়, কেহ বলে
কভু তাহা নয়। কেন ভাব অদভুত, ইহাতে আছয়ে ভূত,
নিশ্চয় আমার জ্ঞান হয় ॥ এইরূপ পরস্পর, তর্ক করি [illegible]-
[illegible] মন্দির ভাঙ্গিতে স্থির করি। পরিশ্রম করি কত, মন্দির
[illegible] হস্ত [illegible] অস্ত্র করে ধরি ॥ বৃক্ষ আদি যত ছিল,
[illegible] নিক্ষেপিল, সমভূম করিয়া কাননে। মহানন্দে
[illegible] ক্রোশ [illegible] সবে হরিবোল, সমাচার কহিল রাজনে ॥
হইল এমন কায, না জানিল যুবরাজ, নিশি যোগে কাননে
চলিল। না দেখে মন্দির বন, রাজপুত্র উচাটন, মনে ভাবে
পুনঃ কে হরিল ॥ শিরে করে করাঘাত, বলে বিধি অকস্মাৎ
বজ্রাঘাত করিলি আমায়। ছিলাম পাষাণ লয়ে, তাহাতে
নিষ্ঠুর হয়ে, সেধনেরে হরিলি কোথায় ॥ জলধারা বহে চক্ষে,
পাষাণ মারিয়া বক্ষে, কত স্থান করে অন্বেষণ। কভু অর-
ণ্যে ধায়, কভু সিন্ধুতটে যায়, কোথাও না পায় দরশন ॥
একপে না পেয়ে তত্ত্ব, হয়ে প্রায় উনমত্ত, পথেং করয়ে
ভ্রমণ। নিশা হৈল অবসান, শশী গেল নিজ স্থান, পূর্ব-
দেশে উঠিল তপন ॥ নিরুপায় দেখি শেষ, না পেয়ে প্রিয়া
উদ্দেশ, যাইলে শ্বশুর ভবন। যামিনী জাগিয়া ক্ষীণ, তাহে
[illegible] দীন, ভার্য্যা পাশে করিল শয়ন ॥ মন্ত্রী আদি সঙ্গীগণ
ভুলায় কুমারের মন, নানা উপদেশেতে বুঝায়। [illegible]
[illegible] কুমার, কেন মিছা ভাব আর, প্রিয়তমে পাইবে

অথ রাজপুত্র পুনঃ বকাওলি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ গমন করেন ও গ্রন্থ সমাপ্তঃ॥

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

এসো এসো প্রাণপ্রিয়া জুড়াও এ তাপিত প্রাণ। মনে নাহি ছিল পুনঃ হেরিব বিধুবয়ান॥ সদয় হইয়া বিধি, দিল হারাধন নিধি, হেরিয়া জুড়াল হৃদি, বিচ্ছেদে পেলেম ত্রাণ। আর শুন হে প্রেয়সী, না হেরে ও মুখশশী, বিচ্ছেদ অনলে পশি, ছিলাম মৃত্যুপ্রায় যেমন কামের রতি, বাঁচাইল নিজ পতি, আমারে তুমি তেমতি, করিলে হে প্রাণদান॥

পয়ার। মন্দির বিনাশমাত্র হয়ে শাপান্তর। বকাওলি প্রাপ্ত হৈল পূর্ব্ব কলেবর॥ সানন্দে সরোজমুখী স্বদেশে যাইল। হেরি যত সখীগণ নিকটে আইল॥ কামিনীরে পেয়ে তবে সহচরীগণ। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ হইল তখন॥ যোড় করে কামিনীরে করে নিবেদন। কেমনে হইল কহ শাপ বিমোচন॥ বকাওলি বিশেষিয়া কহিল সবায়। যে মতে বিমুক্ত হইল বিধির কৃপায়॥ তদন্তর সখীগণে কহে চন্দ্রমুখী। সিংহাসন সাজাইয়া আনহ এখনি॥ বাহকগণেরে ডাকি আনহ ত্বরায়। সিংহলে যাইব পুনঃ আজি সে সভায়॥ আজ্ঞামাত্র অবিলম্বে প্রস্তুত করিল। সখী সঙ্গে করি কামিনী চলিল॥ এখানে কুমার বসি [illegible] অন্তরে। প্রিয়ার বিচ্ছেদানলে নিরন্তর জ্বলে॥ হেন কালে আসিলেক বিধুমুখী আসি। নাগরেরে সম্ভাষিয়া কহি[illegible]

হাসি॥ নবীনা নায়িকা পেয়ে আছ হে কেমন। পুরাতন প্রেয়সীরে আছে কি স্মরণ॥ রমণীরে হেরি তবে রাজার নন্দন। আনন্দ করেতে যেন পাইল গগণ॥ সমাদরে করে ধরি কাছে বসাইল। নারীরূপে নারীগণ মোহিত হইল॥ নাহি জানে কোথাহতে আইল কামিনী। গগণ ত্যজিয়া যেন ভূমে সৌদামিনী॥ বনিতাদ্বয়েরে পরে রাজার তনয়। আলাপ করিয়া দিল দিয়া পরিচয়॥ পরম আহ্লাদে দোঁহে জিজ্ঞাসে কুশল। রাজপুত্র বাটী যেতে হইল চঞ্চল। রাজারে কহিল যাব আপন আলয়। কৃপা করি বিদায় করুণ মহাশয়॥ শুনিয়া নৃপতি তাহে সম্মত হইল। কন্যায় সঙ্গেতে পাঠাইতে আজ্ঞা দিল॥ নিজ রাজ্য [illegible] দিলেন জামাতায়। নানা রত্ন দিয়া রায় কন্যায় পাঠা[illegible] ভার্য্যাদ্বয় রসরাজ সঙ্গেতে লইয়া। নিজ দেশে চলিলেন প্রফুল্ল হইয়া॥ শুভক্ষণে গমন করিয়া নিকেতনে। প্রণাম [illegible] মাতার চরণে॥ পুত্রে হেরি পুলকে পূর্ণিত মহীপতি। দ্বিজেরে করিতে দান দিল অনুমতি॥ তদবধি তাজলমলুক স্থির হয়ে। সুখে কাল বঞ্চে চারি কামিনীরে লয়ে॥ মনপ্রাণ কুসুম আর উমার চরণে। সমর্পিয়া বাক্য ক্ষমা করয়ে যতনে॥

অথ পাঠকগণের প্রতি গ্রন্থকারকের বিনয়॥

পয়ার। জাহ্নবীর পূর্ব্ব তটে সুবিখ্যাত গ্রাম। চূড়ামণি [illegible] কুমার হট্ট নাম॥ সেই স্থানে বসতি কায়স্থ বংশে [illegible]। উমাচরণ নাম উপাধি মিত্র খ্যাত॥ পূর্ব্বে সুরধুনী [illegible] সরস্বতী তন্মধ্যে বেষ্টিত গ্রাম বিশিষ্ট বসতি [illegible] মিত্র নাম তাহাকে নিবাস। কায়স্থ কুলেতে জন্ম [illegible]॥ কুমার হট্টেতে নিজ মাতুল আলয়।

[illegible] মিলন হইয়া মিত্রদ্বয়ে ॥ পারস্য হইতে এই ইতি-
হাস [illegible] ইচ্ছা হৈল বঙ্গ ভাষে করিতে প্রচার ॥ বান্ধব
বর্গের অনুরোধে বিশেষতঃ। ভাষান্তর করা গেল স্বস্ব সাধ্য-
মত ॥ বালক বালকে মন করিতে রঞ্জন। পয়ারাদি পদ্য
ছন্দে হইল রচন ॥ সুবিজ্ঞ গুণজ্ঞ প্রাজ্ঞ জন সন্নিধানে।
নিপুণ বিনয়ে বলি বিহিত বিধানে ॥ অগণ্য দোষজন্য
[illegible] প্রকাশিয়া। অশুদ্ধ আছয়ে যত দিবেন
[illegible] ॥

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।